পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সারসংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরন			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি প্রকল্পের সংখা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্ত শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ
১।	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	০২টি	০১টি	০১টি	-	০২ টি		৩৩% ৮৮%	-	৪২.৯৬% ৫০.৩৭%

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা ০২টি

২। সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মোয়াদকালঃ

প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা (২য় পর্যায়)	৯১৬৩.৭১	জানুয়ারি'২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৯
Making Markets Work for the Jamuna Padma and Teesta Chars (M4C) 2nd Revised	৯২৬২.৮৫	মে ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯

৩। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ

প্রকল্পের নাম	বৃদ্ধির কারণ
ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা (২য় পর্যায়)	প্রকল্পটি ১৬/০২/২০১৬ তারিখ, জানুয়ারি'২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ মেয়াদে ৬৪০৯.৫৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। প্রকল্পে কার্যক্রম শুরুতে বিলম্ব, জনবল নিয়োগে বিলম্ব, বেতন-ভাতা'র স্কেল পরিবর্তন, নির্দিষ্ট কিছু অংঙ্গের ব্যয় যুক্তিযুক্ত করা, ঋণ নীতিমালা সংশোধন, মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটির সদস্যদের সম্মানী ও এক বছর মেয়াদ বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে ২১/০৩/২০১৮ ১ম সংশোধন করে জানুয়ারি'২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে ৭৩৭০.৯৭ লক্ষ টাকা (১৪.৯৯%) বৃদ্ধি করে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে চাহিদার আলোকে আবর্তক ঋণ তহবিল ৪৫ কোটি হতে ৬৩ কোটি বৃদ্ধি করা, সফটওয়্যার ক্রয়সহ বিভিন্ন খাতে ব্যয় হ্রাস ও বৃদ্ধি এবং আন্ত:খাত সমন্বয় করা ইত্যাদি কারণে ২৫/০২/২০১৯খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পটি জানুয়ারি'২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে ৯১৬৩.৭১ লক্ষ টাকা (৪২.৯৯%) বৃদ্ধি করে ২য় সংশোধন অনুমোদন হয়। ২য় সংশোধন অনুযায়ী প্রকৃত জানুয়ারি'২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে ৯১৬৩.৭১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হয়।

প্রকল্পের নাম	বৃদ্ধির কারণ
Making Markets Work for the Jamuna Padma and Teesta Chars (M4C) 2nd Revised	প্রকল্পটি ০১ মে, ২০১৩ হতে ৩০ নভেম্বর ২০১৬ মেয়াদে এবং ৬১৫৯.৮৫ (জিওবি ৬০০.০০ ও প্রকল্প সহায়তা ৫৫৫৯.৮৫) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য গত ০৫/০২/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে বাস্তবতার নিরিখে আইটেম সংখ্যা ও প্রাক্কলিত ব্যয় পরিবর্তনের কারণে প্রকল্পটি ৬৩০৮.৮৫ (জিওবি ৭৪৯.০০ ও প্রকল্প সহায়তা ৫৫৫৯.৮৫) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং ০১ মে, ২০১৩ হতে ৩০ নভেম্বর ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ০২/০৯/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পটির ১ম সংশোধন এবং ৯২৬২.৮৫ (জিওবি ১৩৬৩.০০ ও প্রকল্প সহায়তা ৭৮৯.৮৫) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ও ০১ মে, ২০১৩ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ১১/০৭/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পটির ২য় সংশোধনের অনুমোদন জারি হয়। সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী ০১ মে, ২০১৩ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে ৯২৪১.২৬ লক্ষ টাকা ব্যায়ে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হয়।

৪। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে প্রকল্প কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলো দূরবর্তী চরগুলোতে সমানভাবে না পৌঁছানো ও ফসলাদি সংরক্ষণের অপর্যাপ্ত ব্যবস্থা যা কৃষকদের অধিকতর লাভবান হওয়া থেকে বঞ্চিত করছে।	চরের ফসলাদি সংরক্ষণের জন্য স্টোরেজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে যাতে কৃষকগণ উপযুক্ত সময়ে ফসলাদি বিক্রি করে লাভবান হতে পারে;
সুফলভোগীদের বর্তমানে ১১% সার্ভিস চার্জে ২০,০০০ হতে ৩০,০০০ হাজার টাকার ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। শর্ত ও পর্যায়ে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। সাপ্তাহিক কিস্তিতে বাৎসরিক মোট ৪৮টি কিস্তির মাধ্যমে ঋণ আদায় করা হচ্ছে এবং ঋণ বিতরণের শুরুতেই ঝুঁকি হিসাবে ১% কর্তন করা হচ্ছে। তবে, সদস্যদের সঞ্চয়ের বিপরীতে প্রদত্ত লভ্যাংশ ৫%। তাছাড়াও, প্রতি কিস্তিতে মূল টাকার উপর ১১% সার্ভিসসহ আসল আদায় করা হয়। ফলে একজন সুফলভোগী প্রাপ্ত ঋণের অর্থ পূর্ণ সময় ব্যবহার না করেই ঐ টাকার সার্ভিস চার্জ প্রদান করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ ১১% হলেও প্রকৃত পক্ষে এর পরিবর্তে প্রায় ২২% পরিশোধ করতে হয়। পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারকে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য হ্রাসকরণে ঋণ ব্যবস্থাটি কার্যকর প্রভাব ফেলতে পারেনি। দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকৃত সুফলভোগীদের চিহ্নিত করে পরিকল্পিত ভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে	প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্ত অনুদান তহবিল জামানতবিহীন ঋণ হিসেবে ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের (নারী/পুরুষ) এর মাঝে বিতরণ এসএফডিএফ এর নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অব্যাহত রাখতে হবে এবং ঋণের সুদ/সার্ভিস চার্জ সিঙ্গেল ডিজিটের মধ্যে রাখার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
তাদের সিঙ্গেল ডিজিটের নিম্নে সার্ভিস চার্জে ঋণ প্রদান ও ঋণ গ্রহণের পর কমপক্ষে ৩/৪ মাস পরে মাসিক/সাপ্তাহিক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।	

Making Markets Work for the Jamuna Padma and Teesta Chars (M4C) 2nd Revised শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: ডিসেম্বর ২০১৯)

১.০ প্রকল্পের নাম: Making Markets Work for the Jamuna Padma and Teesta Chars (M4C) 2nd Revised।

২.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : পল্লী উন্নায়ন একাডেমি, বগুড়া।

৩.০ মন্ত্রণালয়/ বিভাগ : পল্লী উন্নায়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

৪.০ প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়ন কাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত:

(কোটি টাকায়)

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যায়			বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের তারিখ	*পরিবর্তন (+/-)	
	মোট	জিওবি	প্র: সা: (এসডিসি)			ব্যয় (%)	মেয়াদ (%)
মূল	৬১.৫৯৮৫	৬.০০০০	৫৫.৫৯৮৫	১ মে ২০১৩ থেকে ৩০ নভেম্বর ২০১৬	০৫/০২/২০১৩		
সংশোধিত (১ম) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	৬৩.০৮৮৫	৭.৪৯০০	৫৫.৫৯৮৫	১ মে ২০১৩ থেকে ৩০ নভেম্বর ২০১৬	০২/০৯/২০১৩	১.৪৯	
সংশোধিত (২য়) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	৯২.৬২৮৫	১৩.৬৩০০	৭৫.৯৯৮৫	১ মে ২০১৩ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯	১১/০৭/২০১৭	৭.৬৩	৩৭ মাস
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি (১ম, ২য় ….. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	--	--	--	--	--	--	--

- এনডিসি (সুইস ডেভেলাপমেন্ট করর্পোরেশন)

৫.০ প্রকল্পের পটভূমি:

সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম এবং জামালপুর জেলার চরাঞ্চলের বাসিন্দাদের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে DFID-র আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার ২০০৪-২০১০ মেয়াদে 'চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (CLP)' শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। উক্ত প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় ২০১১-২০১৬ মেয়াদে CLP-২য় পর্যায় বাস্তবায়িত হয়েছে। CLP-২ প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে SDC-র আর্থিক সহায়তায় মোট ৬১.৫৯৮৫ কোটি (জিওবি অনুদান ৬.০০ কোটি টাকা ও SDC-র অনুদান ৫৫.৫৯৮৫ কোটি টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং মে ২০১৩ থেকে নভেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন মেয়াদে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ১০ টি জেলায় আলোচ্য "যমুনা, পদ্মা, এবং তিস্তা চরাঞ্চলের মার্কেট চ্যানেল উন্নয়ন (M4C)" শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটির জিওবি অংশের ব্যয় ১.৪৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি করে প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত টিএপিপি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। SDC কর্তৃক প্রকল্পটিতে আরো ৩ মিলিয়ন সুইস ফ্রাঙ্ক (প্রায় ২৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা) অনুদান প্রদান করায় মোট ৯৩.৯৩৮৫ কোটি টাকা (জিওবি অনুদান অনুদান ১৪.৯৪ কোটি টাকা ও SDC-র অনুদান ৭৮.৯৯৮৫ কোটি টাকা) প্রক্কলিত ব্যয়ে এবং মে ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রকল্পটির ২য় সংশোধিত টিএপিপি ১১/০৭/২০১৭ অনুমোদন হয়।

৬.০. প্রকল্পের উদ্দেশ্য (বুলেট আকারে সংক্ষিপ্ত):

এমফোরসি প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য হল চর বাসিদের আয় বাড়ানোর মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের অন্তরায় বা দুর্বলতা বা ঝুঁকি গুলোকে কমিয়ে আনা। চরাঞ্চলের বাজার ব্যবস্থার টেকসই উন্নায়নের মাধ্যমে দরিদ্র চরবাসীর জীবিকার সাথে সম্পৃক্ত খাতগুলোর বিকাশ তথ্য উৎপাদন ও মুনাফা বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তার মাধ্যমে দরিদ্র চরবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নায়ন করা। চরে বসবাসকারী জনগোষ্টির জীবনযাত্রার মান উন্নায়ন করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপঃ

এমফোরসি প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য (১ম পর্যায়/ মূল সময়কালে)

১। দরিদ্র চরবাসীদের জন্য উন্নত বাজার ব্যবস্থার সংযোগ স্থাপন, উন্নত ব্যবসা সেবা ও কর্মক্ষেত্র তৈরি করা এবং

২। দরিদ্র চরবাসীদের জন্য বাজার ব্যবস্থার পদ্ধতিগত পরিবর্তনের জন্য কাজ করা।

এমফোরসি প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য (১ম পর্যায়/ মূল সময়কালে)

১। চরে বসবাসকারী পরিবারদের কৃষি কার্যক্রমের (ফসল ও প্রাণিসম্পদ) ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা;

২। চরে বসবাসকারী পরিবারদের জীবনযাপনের অভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করা;

৩। বিভিন্ন ব্যবসা সেবা প্রদানকারী, কৃষির সাথে সম্পৃক্ত সংস্থা/ কোম্পনি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যাক্তি/ প্রতিষ্ঠান যেন চরবাসিদের সেবা প্রদান করে সেটা নিশ্চিত করা;

৪। চরে ব্যবসায়িক উদ্ভাবন, বিনিয়োগ, ব্যবসা সম্প্রসারণ এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো যেন টেকসই ব্যবস্থা নেয় সেটা নিশ্চিত করা;

এমফোরসি প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য (অতিরিক্ত/ সংশোধিত সময়কালে)

১। দরিদ্র চরবাসীদের কৃষি (ফসল ও প্রাণিসম্পদ) উৎপাদন বৃদ্ধি ও গুণগত মান উন্নায়নের মাধ্যমে তাদের আয় বৃদ্ধি করা এবং

২। দরিদ্র চরবাসীদের জন্য উন্নত কৃষি উপকরন, কৃষি তথ্য, কৃষিপণ্য বাজার ব্যবস্থা ও যথাযথ আর্থিক সেবার সাথে টেকসই স্থাপন করা।

এমফোরসি প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য (অতিরিক্ত/ সংশোধিত সময়কালে)

১। চরে বসবাসকারী পরিবারদের জন্য উন্নত কৃষি উপকরণের সরবরাহ ও কৃষিকাজের আধুনিক পদ্ধতির তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা এবং তারা যেন সেগুলো ব্যবহার করে সেটা নিশ্চিত করা;

২। চরে বসবাসকারী পরিবারদের সাথে কৃষি পণ্য ব্যবসায়ীদের সংযোগ স্থাপন, উৎপাদিত কৃষিপণ্যের মান উন্নয়ন এবং তারা যেন তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য সঠিক দামে বিক্রি করতে পারে তা নিশ্চিত করা;

৩। চরে বসবাসকারী পরিবারদের জন্য যথাযথ আর্থিক সেবার (মৌসুমি ঋণ) ব্যবস্থা করা এবং তারা যেন সেই আর্থিক সেবা নিয়ে ভাল মানের কৃষিপণ্য (ফসল ও প্রাণিসম্পদ) উৎপাদন করতে পারে সেটা নিশ্চিত করা;

৭.০ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হলোঃ

ক) কৃষকদের আর্থিক দুর্বলতা বিবেচনায় বাজার ব্যাবস্থাপনার উন্নয়ন সম্পর্কে সম্ভাবনা যাচাই এবং সে মত পরিকল্পনা গ্রহণ। সরকারের সংশ্লিষ্ট অফিসকে চরের কাজে সম্পৃক্ত করা;

খ) কৃষি উপকরণ বাজার সৃষ্টি, কৃষিপণ্য বিক্রয় ও কৃষি ঋণ প্রদান সম্পর্কে কাজ করা;

গ) কৃষি উপকরণ কোম্পানি, বিজেআরআই, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং পল্লী উন্নায়ন একাডেমী, বগুড়া এর মাধ্যমে কৃষি গবেষণা, মান সম্মত কৃষি উপকরণ সহজলভ্য, ফসল চাষাবাদের আধুনিক পদ্ধতি হাতে-কলমে শিখানো;

ঘ) ব্যবসায়ের ফলাফল এবং স্থায়িত্বের জন্য কৃষি ইনপুট সংস্থাগুলির বিক্রয় ও বিতরণে সম্প্রসারণ এবং গরু মোটাতাজাকরণে এসিআই গোদরেজ ও স্থানীয় পশুসম্পদ বিভাগকে সম্পৃক্ত করা;

ঙ) গবেষণা, চুক্তিভিত্তিক চাষবাদ ব্যবস্থা (ভুট্টা) এবং বিজেআরআই ও স্থানীয় ফসল ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে ফসল পরবর্তী পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনা;

চ) স্থানীয় পশু সম্পদ বিভাগ ও চুক্তিবদ্ধ ব্যবসায়ীদের (ফসল এবং গবাদি পশু) মাধ্যমে চাষাবাদ সম্প্রসারণ ও গরু মোটাতাজাকরণ;

ছ) আদর্শ নৌকা তৈরি ও প্রদান, ভাসমান ল্যান্ডিং স্টেশন তৈরি ও স্থাপন, চরে চলাচল উপযোগী যনবাহন (নসিমন) তৈরি ও প্রদান;

জ) আরডিএ, বগুড়া'র আন্তর্জাতিক হোস্টেলের ৮ম ও ৯ম তলার উর্ধমুখী সম্প্রসারণ; ইত্যাদি।

৮.০ প্রকল্প এলাকা ও এলাকাভিত্তিক প্রকল্পের কার্যক্রম:

ক্রমিক নং	বৈশিষ্ট	প্রকল্পের মূল সময়কাল		প্রকল্পের সংশোধিত সময়কাল
		(২০১৩-২০১৬)		(২০১৬-২০১৯)
১	জেলা (উপজেলার সংখ্যা)	সিরাজগঞ্জ (২), গাইবান্ধা (২), বগুড়া (২), জামালপুর (৪), পাবনা (১), টাঙ্গাইল (১)	কুড়িগ্রাম(৭), লালমনিরহাট (৩), নীলফামারী (২), রংপুর (৩)	সিরাজগঞ্জ (৩), গাইবান্ধা (৩), কুড়িগ্রাম (৫)
২	সেক্টর	ভুট্টা, মরিচ, পাট, বাদাম এবং যাতায়ত ও পরিবহন সেবা	পিঁয়াজ, সরিষা, বাদাম পাট, ভুট্টা এবং যাতায়ত ও পরিবহন সেবা	ভুট্টা চাষ ও গরু মোটাতাজাকরণ প্রধান বিবেচ্য
৩	মূল বিষয়	কৃষকদের আর্থিক দুর্বলতা বিবেচনায় বাজার ব্যাবস্থাপনার উন্নয়ন সম্পর্কে সম্ভবনা যাচাই এবং সে মত পরিকল্পনা গ্রহণ। সরকারের সংশ্লিষ্ট অফিসকে চরের কাজে সম্পৃক্ত করা।		কৃষি উপকরণ বাজার সৃষ্টি, কৃষিপণ্য বিক্রয় ও কৃষি ঋণ প্রদন সম্পর্কে কাজ করা;
৪	সহযোগি অংশীদার	এনডিপি, এসকেএস এবং এমজেএসকেএস		এনডিপি, এসকেএস এবং এমজেএসকেএস
৫	বে-সরকারি সংস্থা (কোম্পানি) সমূহ	অটো ক্রপ কেয়ার লিঃ, এসিআই লিঃ, নাইকো গ্রুপ এবং পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিঃ		অটো ক্রপ কেয়ার লিঃ, এসিআই লিঃ, নাইকো গ্রুপ এবং পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিঃ এবং এসিআই গোদরেজ
৬	কৃষিঋণ প্রদানকারী সংস্থা সমূহ	এনডিপি, গাক ও ইউনাইটেড ফাইনান্স লিঃ		এনডিপি, এসকেএস ব্রাক, গাক এবং ইএসডিও
৭	কৃষি উপকরণ (ইনপুট বাজার) ব্যাবস্থাপনা	কৃষি উপকরণ কোম্পানি, বিজেআরই, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া এর মাধ্যমে কৃষি গবেষণা, মান সম্মত কৃষি উপকরণ সহজলভ্য, ফসল চাষাবাদের আধুনিক পদ্ধতি হাতেকলমে শিখানো।		ব্যবসায়ের ফলাফল এবং স্থায়িত্বের জন্য কৃষি ইনপুট সংস্থাগুলির বিক্রয় ও বিতরণে সম্প্রাসারণ এবং গরু মোটা তাজাকরনে এসিআই গোদরেজ ও স্থানীয় পশুসম্পদ বিভাগকে সম্পৃক্ত করা।
৮	আউটপুট বাজার	গবেষণা, চুক্তিভিত্তিক চাষবাদ ব্যবস্থা (ভুট্টা) এবং বিজেআরআই ও স্থানীয় ফসল ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে ফসল পরবর্তী পরিচর্যা এর উপর কাজ করা।		স্থানীর পশুসম্পদ বিভাগ ও চুক্তিবদ্ধ ব্যবসায়ীদের (ফসল এবং পবাদি পশু) মাধ্যমে চাষাবাদ সম্প্রসারণ ও গরু মোটাতাজাকরণ।
৯	আর্থিক (কৃষিঋণ) সেবা প্রদান	এনডিপি, গাক ও ইউনাইটেড ফাইনান্স লিঃ এর মাধ্যমে কৃষিঋণ প্রদান শুরু করা।	কৃষিঋণ প্রদানের পরিকল্পনা শুরু করা।	এনডিপি, এসকেএস, ব্রাক, গাক এবং ইএসডিও এর মাধ্যমে কৃষিঋণ প্রদান সম্প্রসারণ করা।
১০	যাতায়ত ও পরিবহন সেবা	• আদর্শ নৌকা তৈরি ও প্রদান, ভাসমান ল্যান্ডিং ষ্টেশন তৈরি ও স্থাপন, চরে চলার উপযোগী যানবাহন (নসিমন) তৈরি ও প্রদান • এলজিইডি এর মাধ্যমে প্রায় ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে		চলমান ছিল না।

		বিশেষ কিছু চরে ৭.৩০ কি:মি: এইচবিবি রাস্তা নির্মাণ এবং ১৭টি গুরুত্বপূর্ণ নৌঘাটে যাত্রী ছাউনি তৈরি, ২টি ঘাটলা তৈরি ও নৌঘাট কমিটির নিকট হস্তান্তর করা।	

৯.০ মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology): আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে;

- ডিপিপি পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন;
- স্টিয়ারিং কমিটির কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১০.০ কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ:

প্রকল্পটির ২য় সংশোধিত টিএপিপি'তে সংযোজিত অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও সুইস ডেভলোপমেন্ট কর্পোরেশনের মধ্যকার সমঝতা স্মারক অনুযায়ী ২০১৯ সালে প্রকল্পটির শেষ পর্যায় মূল্যায়নের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু সে খাতের অর্থ ব্যয় করা হলেও সে মূল্যায়ন কাজটি করা হয়নি। তবে, এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

১১.০ অংগ ভিত্তির অগ্রগতি:

প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের সারণি সংযুক্তি-১ এ রয়েছে। এক্ষেত্রে লক্ষনীয় যে, ২য় সংশোধিত টিএপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৯২,৬২৮৫ (জিওবি ১৩.৬৩ ও পিএ ৭৮.৯৮৫) কোটি টাকা। পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৯৯.৭৭% এবং ৯০%।

১২.০ প্রকল্পের সংশোধন ও অনুমোদন:

প্রকল্পটি ০১ মে, ২০১৩ হতে ৩০ নভেম্বর ২০১৬ মেয়াদে এবং ৬১৫৯.৮৫ (জিওবি ৬০০.০০ ও প্রকল্প সহায়তা ৫৫৫৯.৮৫) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য গত ০৫/০২/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে বাস্তবতার নিরিখে আইটেম সংখ্যা ও প্রাক্কলিত ব্যয় পরিবর্তনের কারণে প্রকল্পটি ৬৩০৮.৮৫ (জিওবি ৭৪৯.০০ ও প্রকল্প সহায়তা ৫৫৫৯.৮৫) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং ০১ মে, ২০১৩ হাতে ৩০ নভেম্বর ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ০২/০৯/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পটির ১ম সংশোধন এবং ৯২৬২.৮৫ (জিওবি ১৩৬৩.০০ ও প্রকল্প সহায়তা ৭৮৯.৮৫) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ও ০১ মে, ২০১৩ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ১১/০৭/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পটির ২য় সংশোধনের অনুমোদন জারী হয়। সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী ০১ মে, ২০১৩ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে ৯২৪১.২৬ লক্ষ টাকা ব্যায়ে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হয়।

১৩.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

প্রকল্প পরিচালকের নাম	মূল দপ্তর ও পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ (নিয়মিত/অতিরিক্ত)
ড. এ কে এম জাকারিয়া	পরিচালক, আরডিএ, বগুড়া।	খন্ডকালীন	০১-০৫-২০১৩ হতে ৩১-০৩-২০১৮	অতিরিক্ত
ড. মো: আব্দুর রশিদ	পরিচালক, আরডিএ, বগুড়া।	খন্ডকালীন	০১-০৪-২০১৮ হতে ৩১-১২-২০১৯	অতিরিক্ত

১৪. অর্থ বছর ভিত্তিক আরডিপিপি'র সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও বাস্তবায়ন অবস্থা:

অর্থিক বছর	টিএপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা			সংশোধিত টিএপিপি'র বরাদ্ধ ও লক্ষ্যমাত্রা			অর্থ অবমুক্তি			আর্থিক অগ্রগতি		
	মোট	টাকা	পি.এ	মোট	টাকা	পি.এ	মোট	টাকা	পি.এ	মোট	টাকা	পি.এ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
২০১২-১৩	১২০৩.৯৯	৯.৫৪	১১৯৪.৪৫	১২৯২.১৭	১০.০০	১২৮২.১৭	১২৯১.৭১	৯.৫৪	১২৮২.১৭	১২৯১.৭১	৯.৫৪	১২৮২.১৭
২০১৩-১৪	১৬১৮.৩১	৩৬৭.৭০	১২৫০.৬১	১৪৯১.০০	৩৬৮.০০	১১২৩.০০	১৪৯১.০০	৩৬৮.০০	১১২৩.০০	১৪৯০.৭০	৩৬৭.৭০	১১২৩.০০
২০১৪-১৫	১৭০৭.৬৩	১৫০.০০	১৫৫৭.৬৩	১৭৭৫.০০	১৫০.০০	১৬২৫.০০	১৭৪৭.৫১	১৫০.০০	১৫৯৭.৫১	১৭৪৭.৫১	১৫০.০০	১৫৯৭.৫১
২০১৫-১৬	১৫২৬.৫৩	১৫২.০০	১৩৭৪.৫৩	১৭০০.০০	১৫২.০০	১৫৪৮.০০	১৫২৬.৫৪	১৫২.০০	১৩৭৪.৫৪	১৫২৬.৫৪	১৫২.০০	১৩৭৪.৫৪
২০১৬-১৭	১৯৯.৮৮	১৭.২৫	১৮২.৬৩	২৮৪.০০	৬৯.০০	২১৫.০০	১৯৯.৮৮	১৭.২৫	১৮২.৬৩	১৯৯.৮৮	১৭.২৫	১৮২.৬৩
২০১৭-১৮	১৪৪৫.৩৭	৩৬৬.৬৮	১০৭৮.৬৯	১৫৯০.০০	৪০৪.০০	১১৮৬.০০	১৪৮০.৩০	৪০১.৬১	১০৭৮.৬৯	১৪৪৫.৩৭	৩৬৬.৬৮	১০৭৮.৬৯
২০১৮-১৯	১০০৪.০০	১৮৩.০০	৯২১.০০	১২২১.০০	৩০০.০০	৯২১.০০	১১২১.০০	২০০.০০	৯২১.০০	১১০৪.০০	১৮৩.০০	৯২১.০০
২০১৯-২০	৪৫৭.১৪	১১৬.৮৩	৩৪০.৩১	৪৬৬.০০	১১৬.০০	৩৫০.০০	৪৫৩.৭০	১১৬.৮৩	৩৩৭.৭০	৪৩৫.৫৫	৯৭.৮৫	৩৩৭.৭০

১৫.০ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ

প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত ব্যয় ৬১৫৯.৮৫ (জিওবি ৬০০.০০ ও প্রকল্প সহায়তা ৫৫৫৯.৮৫) লক্ষ টাকা থাকলেও পরবর্তীতে ০২ (দুই) ধাপে সংশোধনপূর্বক এবং ৯২৬২.৮৫ (জিওবি ১৩৬৩.০০ ও প্রকল্প সহায়তা ৭৮৯.৮৫) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ও ০১ মে, ২০১৩ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারণ করা হয়। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী প্রকল্পটি ৯২৪১.২৬ লক্ষ টাকা প্রকৃত ব্যয়ে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৭৭% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯০%।

১৬.০ প্রকল্প পরিদর্শন:

পরিদর্শনের স্থান ও তারিখঃ

পর্যায়	তারিখ	স্থান
১ম পর্যায়	০৫-০৯ মার্চ ২০২০	সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম ও নীলফামারী এর চরাঞ্চল
২য় পর্যায়	১৯-২১ মার্চ ২০২০	পাবনা, টাঙ্গাইল ও জামালপুর এর চরাঞ্চল

উক্ত পরিদর্শনকালে ড: মো: আব্দুর রশিদ পরিচালক, আরডিএ, বগুড়া এবং প্রকল্প পরিচালক, এমফোরসি, জনাব এস এম মাহামুদুজ্জামান, প্রাক্তন টিম লিডার, এমফোরসি প্রকল্প, জনাব সুভাষ চন্দ্র রায়, প্রাক্তন সচিব এবং প্রাক্তন এ্যাডভাইজার গভমেন্ট রিলেশনশীপ, এমফোরসি প্রকল্প ইয়াসির আরাফাত, প্রাক্তন পোর্টফোলিও ম্যানেজার, এমফোরসি প্রকল্প, উৎপল কুমাত্র দত্ত, প্রাক্তন ইন্টারভেনশন এরিয়া ম্যানেজার, এমফোরসি প্রকল্প, মো: রবিউল হাসান, প্রাক্তন ইন্টারভেনশন এরিয়া ম্যানেজার, এমফোরসি প্রকল্প, অনোয়ারুল ইসলাম প্রাক্তন ইন্টারভেনশন এরিয়া কোঅর্ডিনেটর, এমফরসি প্রকল্প, তৌহিদুল ইসলাম, প্রাক্তন এমআরএম কোঅর্ডিনেটর, এমফোরসি প্রকল্প, অভিজিৎ কুমার রায়, প্রাক্তন ইন্টারভেনশন স্পেশালিষ্ট, এমফোরসি প্রকল্প, মো: আবু সোহেল, প্রাক্তন ইন্টারভেনশন স্পেশালিষ্ট, এমফোরসি প্রকল্প, শ্রীপদ কুমার সরকার, প্রাক্তন কনসালটেন্ট - ফিল্ড ইমপ্লিমেন্টেশন, এমফোরসি প্রকল্প, ফরহাদ হোসেন প্রাক্তন কনসালটেন্ট ফিল্ড ইমপ্লিমেন্টেশন, এমফোরসি প্রকল্প প্রমুখ বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করেন।

পরিদর্শনের স্থানঃ চর ডিক্রীতেকানি, কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ; **তারিখঃ** বৃহস্পতিবার, ৫ মার্চ ২০২০ খ্রি:

উপরোক্ত চরের কার্যক্রম জানার জন্য চর ডিক্রীতেকানিতে প্রকল্পের উপকারভোগী কৃষক, কৃষি উপকরণ বিক্রেতা, ফসল ব্যবসায়ী, কৃষি ঋণ প্রদানকারী এবং অন্যান্য পেশার লোকজনের সাথে মতবিনিময় করা হয়। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় যে, এমফোরসি প্রকল্প ২০১৩ সাল হতে কাজিপুর উপজেলার বিভিন্ন চরে কার্যক্রম শুরু করে। অন্যান্য গ্রামের মতো চর ডিক্রীতেকানি গ্রামেও এমফোরসি এর উদ্যোগে উন্নত মানের কৃষি উপকরণ সরবরাহ, আধুনিক চাষ পদ্ধতি এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে টেকসই বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কাজ শুরু করে। এমফোরসি চর এলাকার জন্য গুনগত মান সম্পন্ন কৃষি উপকরণ যেমন বীজ, সার, অনুখাদ্য এবং বালাইনাশক এর সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য ৪টি ভাল কৃষি উপকরন কোম্পানী যথা অটো ক্রপ কেয়ার লিঃ, এসিআই লিঃ, নাফকো গ্রুপ এবং পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিঃ এর সাথে পার্টনারশিপ এর মাধ্যমে কৃষক প্রশিক্ষণ, ক্যাম্পেইন প্রোগ্রাম, ফসল প্রদর্শণি কার্যক্রম, মাঠ দিবস/ফলাফল শেয়ায়িং মিটিং সম্পর্কে কাজ করে। ফলে আধুনিক পদ্ধতিতে ফসল চাষ ও মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ ব্যাবহার এবং আধুনিক পদ্ধতিতে ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার পদ্ধতি তারা শিখতে পারে। সে কারণে বাড়ছে উৎপাদন এবং মান। ফলে বাজার মূল্যও বেশি পাচ্ছে এতে তাদের আর্থিক সক্ষমতা বাড়ছে। অতঃপর তারা চরের অন্যতম নতুন অর্থকারী ফসল 'ভুট্টা' চাষের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করে। যার ফলে চরে আবাদী জমির পরিমাণ বাড়ছে।

তারা জানায় যে, আগে গুনগত মান সম্পন্ন কৃষি উপকরণ বাকীতে পাওয়া যেত না। ফলে তারা উচ্চ হারে মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে চাষাবাদ করতে হতো। কিন্তু তারা যে পরিমাণ জমিতে ফসল চাষ করতে পারত, অর্থের অভাবে তার চেয়ে কম করতে বাধ্য হত। এমফোরসি এর মাধ্যমে এনডিপি চরে ঋণ দিতে আগ্রহী হয় এবং ২০১৪ সালে নাটুয়ার পাড়ার চরে একটি শাখা স্থাপন করে। এই শাখা থেকেই শুরু হয় চরে ৬ মাস মেয়াদী কৃষি ঋণ প্রদান।

এমফারসি ২০১৬ সালের জুন মাস থেকে গরু মোটাতাজাকরণ এর উপর কাজ শুরু করে। এসিআই গোদরেজ এগ্রোভেট লিঃ (পশু খাদ্য কোম্পানি এর মাধ্যমে উন্নত পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণের প্রদর্শনী, কৃষক মিটিং, ক্যাম্পেইন, মাঠ দিবস ইত্যাদি প্রোগ্রাম চালু করে। এর ফলে ৩-৪ মাসের মধ্যে গরু মোটাতাজাকরণ কার্যক্রমটি একটি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিনিত হয়।

এছাড়া এমফোরসি একইসাথে স্থানীয় ব্যবস্যায়ীদের মাধ্যমে কৃষকদের ফসল সংগ্রহ পরবর্তী পরিচর্যা যেমনঃ মাড়াই মেশিন দ্বারা ভুট্টা মাড়াই করা, বোঁটাসহ মরিচ তোলা, পলিথিন নেট ও ত্রিপলে শস্য শুকানো, ফসলের গ্রেডিং করা, সংরক্ষণের আধুনিক পদ্ধতি এবং বাজারসংযোগ বিষয়ে কাজ করে। এতে করে ফসলের গুণগত মান বাড়ে ফলে কৃষকরা ফসলের দামও ভাল পেতে শুরু করে।

জিজ্ঞাসামতে সভায় উপস্থিত সকলে জানায় যে এমফোরসি প্রকল্প চরে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখলে ভালো হয়। তবে এ প্রকল্প না থাকলে তারা তাদের শিখানো মতে কাজ করে যাবে। তারা আরও বলে যে আগে ভ্যাক্সিন নিয়ে হাঁসমুরগি চাষাবাদ করা ভালো। তারা তেকানি বাজারে একটি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন এবং রাস্তাঘাট নির্মাণের দাবী জানান।

পরিদর্শনের স্থানঃ চর টেংরাকান্দি, ফুলছড়ি, গাইবান্ধা; **তারিখঃ** শনিবার, ০৭ মার্চ ২০২০

২০১৪ সাল হতে এই চরে এমফোরসি প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়। এর কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় বে-সরকারী সংস্থা এসকেএস ফাউন্ডেশন সহযোগী সংস্থা হিসেবে কাজ করে। এমফোরসি এই এলাকার সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে কৃষকদের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কৃষি কর্মকর্তা ও উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের মাধ্যমে ফসলের উন্নত চাষপদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে, পাশাপাশি ৪টি মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ সরবরাহকারী কোম্পানী যথা অটো ক্রপ কেয়ার লিঃ, এসিআই লিঃ, নাফকো গ্রুপ এবং পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিঃ এর মাধ্যমে এই চরাঞ্চলে ভুট্টা, মরিচ, পাট, ও ধান সহ অন্যান্য ফসলের উপর মাঠ প্রদর্শনি, কৃষক মিটিং, ক্যাম্পেইন, মাঠ দিবস ইত্যাদি কর্মসূচি চালু করা হয়। এর ফলে এই চরাঞ্চলের কৃষকেরা ক্রমান্বয়ে ফসল চাষের উন্নত পদ্ধতি, ভাল মানের বীজ, সার, বালাইনাশক ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন হতে থাকেন এবং আধুনিক চাষ পদ্ধতিতে ফসল চাষ করতে থাকেন। এর ফলে ফসলের উৎপাদন পূর্বের তুলনায় প্রায় দ্বিগুন বেড়ে যায়।

এছাড়া এমফোসি একইসাথে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে কৃষকদের ফসল সংগ্রহ পরবর্তী পরিচর্যা যেমনঃ মাড়াই মেশিন দ্বারা ভুট্টা মাড়াই করা, বোঁটাসহ মরিচ তোলা, নেট/ত্রিপল/পলিথিন এর মাধ্যমে শুকানো, ফসলের গ্রিডিং করা, সংরক্ষণের আধুনিক পদ্ধতি এবং বাজারসংযোগ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এতে করে ফসলের গুণগত মান বাড়ার ফলে কৃষকের ফসলের দামও ভালো পেতে শুরু করেন।

এমফোরসি এই চরে কাজ শুরু করার পূর্বে মাত্র ৫% কৃষক ভুট্টা চাষ করত এবং তারা সনাতন পদ্ধতিতে চাষ করত। এতে তারা বিঘা প্রতি (৩৩ শতকে) ১৫-১৭ মন ফলন পেত। এমফোরসি পরবর্তীতে একজন স্থানীয় উদ্যোগতা জনাব নাজিমউদ্দিনকে একটি

ভুট্টা মাড়াই মেশিন কিনতে সহযোগীতা করেন। তিনি ভুট্টাচাষীদের ভুট্টা মাড়াইসেবা দিয়ে আসছেন। এর ফলে এই চরে ভুট্টার চাষাবাদ বাড়তে শুরু করে। বর্তমানে প্রায় ৩০০-৩৫০ জন চর কৃষক প্রতি বছর ভুট্টা চাষ ফলছেন। তাছাড়া ভুট্টার চাষাবাদ বাড়ার কারণে এই চরে বর্তমানে ৮/১০ জন কৃষক কৃষিকাজের পাশাপাশি ভুট্টা ব্যবসা শুরু করেছেন এবং তারা কৃষকদের বাড়ি থেকেই ভুট্টা ক্রয় করছেন। বর্তমানে এখানকার কৃষকদের ফসল বিক্রি করার জন্য দুরের হাট যেমন ফুলছড়ি হাটে যেতে হয়না।

এমফোরসি পরবর্তীতে নভেম্বর ২০১৬ সাল হতে স্থানীয় এসকেএস ফাউন্ডেশন এর সাথে মৌসুমী কৃষি ঋণ চরে প্রদান বিষয়ে পার্টানরশীপ করে। ফলে এসকেএস তাদের দেলুয়াবাড়ী শাখা থেকে চরের কৃষকদের মৌসুমী কৃষি ঋণ প্রদান শুরু করে। এর ফলে এই চরের কৃষকগণ উক্ত মৌসুমী ঋণ সুবিধা নিয়ে ফসল উৎপাদন এবং গরু হৃষ্টপূষ্ট করে মৌসুম শেষে সময়মতো এককালীন সময়ে ঋণ পরিশোধ করছে। এতে এলাকার কৃষকদের জীবন-মানের উন্নায়ন হচ্ছে। তাছাড়া ফ্লিপচার্টের মাধ্যমে গরু মোটা-তাজা করনের অধুনিক পদ্ধতির উপর কৃষকেরা প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন।

এমফোরসি ২০১৭ সাল হতে রেডিফিট সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান এসিআই গোদরেজ এবং স্থানীয় প্রণিসম্পদ সেবাদানকারীদের মাধ্যমে ১ বছরে ২/৩টি চক্রে ৩-৪ মাস মেয়াদে ষাঁড়গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ কার্যক্রম চালু করে। উন্নত প্রতিপালন পদ্ধতি যেমনঃ-উত্তর বাসস্থান, পৃথক ২টি চাড়ির ব্যবহার, রেডিফিড খাওয়ানো, কৃমির ট্যাবলেট খাওয়ানো, টীকা দেয়া, সময়মতো চিকিৎসা করানো ইত্যাদি বিষয়ে চর কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এর ফলে তাঁরা অল্প সময়ে বেশী লাভবান হচ্ছেন। বর্তমানে স্বল্পমেয়াদে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ কার্যক্রম চর এলাকায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এমফোরসি প্রকল্পের কারণে চর এলাকার কৃষি বাজার ব্যবস্থা তথা কৃষি উপকরণ বাজার, ফসল বিপনন, মৌসুমী ঋণসেবার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। ফলে এখানকার কৃষকদের জীবনযাত্রায় ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। চর এলাকার বাজারব্যবস্থা আরও সুসংহত করার জন্য নতুন কোন প্রকল্প আরও কয়েক বছর এখানে অব্যাহত থাকা প্রয়োজন।

পরিদর্শনের স্থানঃ জোয়ান সাতারা, উলিপুর, কুড়িগ্রাম; **তারিখঃ** রবিবার, ৮ মার্চ ২০২০

কুড়িগ্রাম জেলার, উলিপুর উপজেলার, থেতরাই ইউনিয়নের তিস্তা নদীর তীরে জোয়ান সাতরা একটি চর। এখানে প্রায় ৯৫টি কৃষক পরিবার বসবাস করে। প্রতি বছরই গ্রামটি বন্যা কবলিত হয়। ফলে বন্যায় কৃষকের ঘর বাড়ি, আবাদি ফসল, রাস্তা ঘাট ও প্রাণি সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এই গ্রামের চাষীদের প্রধান পেশা ফসল চাষ ও গবাদি পশু পালন। এই গ্রামের চাষীদের প্রধান ফসল হলো- বাদাম, ভুট্টা, পিঁয়াজ, পাট, আলু ও ধান। ২০১৫ সাল থেকে এই চরে এমফোরসি প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়। এমফোরসি এর সাথে প্রথমে ইনোভেশন, পরে এজফার্ম এবং তাদের সাথে এমজেএসকেএস নামে একটি স্থানীয় বেসরকারী সংস্থা এই প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে।

এনফোরসি ও বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থা প্রথমে এলাকার সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে। পরে কৃষকদেরকে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কৃষি কর্মকর্তা ও উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের মাধ্যমে উন্নত ফসল চাষ পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। পাশাপাশি কৃষি উপকরণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান যেমন-অটো ক্রপকেয়ার, এসিয়াই-ক্রপকেয়ার। নাফকো ও পেট্রোকেম এর মাধ্যমে এই চরে কৃষকদের প্রশিক্ষণ, মাঠ দিবস, মিটিং, প্রদর্শণী প্লট স্থাপন ও ক্যাম্পেইং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। ফলে কৃষকেরা ভাল বীজ, সার, আপদ নাশক ও উন্নত চাষাবাদ কলাকৌশল সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করে এবং তা ব্যবহার ও প্রয়োগ করতে শুরু করে। উন্নত চাষাবাদ কলাকৌশল ও ভাল কৃষি উপকরণ ব্যবহার করায় ফলন প্রায় দ্বিগুন বেড়ে যায়।

জোয়ান সাতরা চর অঞ্চলে ফসলের ফলন বৃদ্ধি ও গুণগত মান বজায় রাখার জন্য ১জন টস-ক্রপ ১০০ জন কৃষককে ফসল উৎপাদন সংরক্ষণের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে। ১ জন টস-প্রাণি-সম্পদ ১০০ জন কৃষকে গরু মোটাতাজাকরণের উপর প্রশিক্ষণ দেয়। ১ জন কৃষক পিঁয়াজের মাচা প্রস্তুতকারীর নিকট হতে ১টি মাচা ক্রয় করে, ১জন সেবাদানকারী উন্নত মেশিন দিয়ে ২১৫ জন ভুট্টা চাষীকে মোট ২০৫ টন ভুট্টা মাড়াই করে দেয়।

এমফোরসি ব্রাকসি এই অই কৃষিঋণ দেয়ার ব্যাপারে উৎসাহী ও সহযোগিতা করে, ব্রাক, থেতরাই শাখা, উলিপুর উপজেলা হতে জোয়ান সাতরা চর অঞ্চলে ফসল চাষ ও গরু মোটাতাজাকরণের জন্য ৫০ জনকে গড়ে ৩০,০০০ করে মোট ১,৫০০,০০০ টাকা (প্রায়) মৌসুমি ঋণ প্রদান করছে। ফলে কৃষকেরা সময়মত বীচ, সার, আপদ নাশক ক্রয় ও গরু মোটাতাজাকরণের জন্য রেডিফিড, ভ্যাকসিন, কৃমিনাশক নিয়মিত ব্যবহার ও প্রয়োগ, দুইটি চাড়ী ক্রয় ও ব্যবহার করছে।

এছাড়া এমফোরসি স্থানীয় ব্যাবসায়ীর মাধ্যমে কৃষকের ফসল সংগ্রহ ও পরবর্তী পরিচর্যা যেমন-মাড়াই, ঝাড়াই, ফসল সংগ্রহ, পলিথিননেট ও ত্রিপলে শস্য শুকানো, ফসলের গ্রিডিং করা, সংরক্ষণ, বাজারসংযোগ বিষয়ে প্রশক্ষণ প্রদান করে। এর ফলে কৃষকেরা সচেতন হয় এবং পদ্ধতি অনুসরণ করে ফসলের ভাল ফলন, গুণগত মান ও ভাল দাম পেতে শুরু করেন।

পরিদর্শনের স্থানঃ পশ্চিম বাইশ পুকুর, খালিসাচাপানি, ডিমলা, নীলফামারী: **তারিখঃ** সোমবার, ৯ মার্চ ২০২০

এমফোরসি ২০১৩ ইং সাল থেকে ২০১৬ ইং সাল পর্যন্ত নীলফামারী জেলায় কৃষি উৎপাদন খাত যেমন- ভুট্টা, সরিষা, পাট, পিঁয়াজ ও বাদাম চাষে চরাঞ্চলের জন্য ফলন বৃদ্ধি ও বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন, বেশ কিছু সরকারী (গবেষণা- বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং সম্প্রসারণ- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর)-বেসরকারী (কৃষি উপকরণ- এসিআই এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ কোম্পানি- প্রাণ) প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় সেবাদানকারীদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে চরের জন্য একটি টেকসই বাজার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কাজ করেছে। প্রকল্পটি নীলফামারী জেলার, ডিমলা উপজেলায় দরিদ্র কৃষক পরিবারের আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে বাজার ব্যবস্থা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে ২টি ইউনিয়নের ৪ গ্রামে, ১২০ জন দরিদ্র কৃষক পরিবারের সাথে ৪টি দলে কাজ কারে।

সঠিক কৃষি উপকরণের ব্যবহার, উৎপাদন বৃদ্ধি ও একটি টেকসই বাজার ব্যবস্থা গড়ে তুলার জন্য এমফোরপি উপরে উল্লেখিত সবার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কাজ করেছে। চর অঞ্চলে কৃষি উপকরণ সরবরাহের জন্য ১টি কৃষি উপকরণ প্রতিষ্ঠানের যেমন এসিআই ক্রপকেয়ার ২ জন ডিস্ট্রিবিউটর, ২৪ জন খুরচা বীজ সার, কীট ও ছত্রাক নাশক বিক্রেতা তৈরি হয়েছে। সকলেই অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে সঠিক সময়ে চরের কৃষক পরিবারের নিকট কৃষি উপকরণ সরবরাহের জন্য একযোগে কাজ করেছে। চর আঞ্চলে ফসলের ফলন বৃদ্ধি ও গুনগত মান বজায় রাখার জন্য ২৪ জন খুচরা বীজ ভাল উপকরণ ক্রয়ে চর কৃষককে পরামর্শ, ৩ জন ট্রেডার ও ২ জন কনট্রাক্টর কৃষককে ফসল উৎপাদন সংরক্ষণের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান, ১ জন এসিআই ক্রপকেয়ার কর্মকর্তা কৃষক মিটিং, ক্যাম্পেইং, প্রদর্শণী ও মাঠ দিবসের মাধ্যমে কৃষকদেরকে ভাল কৃষি উপকরণ সম্পর্কে সচেতন ও পরামর্শ প্রদান করার ফলে তাদের ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা বর্তমানে চলমান আছে।

এছাড়া এমফোরসি স্থানীয় ব্যবসায়ীর মাধ্যমে কৃষকের ফসল সংগ্রহ ও পরবর্তী পরিচর্যা যেমন- মাড়াই ঝাড়াই, ফসল সংগ্রহ, পলিথিননেট ও ত্রিপলে শস্য শুকানো, ফসলের গ্রেডিং করা, সংরক্ষণ, বাজার সংযোগ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এর ফলে কৃষকেরা সচেতন হয় এবং পদ্ধতি অনুসরণ করে ফসলের ভাল ফলন, গুনগত মান ও ভাল বাজার মূল্য পেয়েছে এবং তা চলমান আছে।

এমফোরসি এর কার্যক্রম দেখে এ উপজেলায় বর্তমানে বহু কোম্পানী যেমন- রাসেল সীড, ইনতেফা, মীমপেক্স, বায়ার গ্রুপ, সীনজেনটা, পিসিএল, অটোক্রাপ, ফসল এগ্রো, সেতু, ব্যাবিলিয়ন, হেকেম ইত্যাদি ব্যবসা করছে। কোম্পানীগন তাদের বিভিন্ন মান সম্পন্ন কৃষি উপকরণ নিয়ে (বীজ, সার ও কীটনাশক) বাজারে এসেছে ও কাজ করিতেছে। ফলে বর্তমানে চাষীদের আর ভাল বীজ, সার ও কীটনাশক পেতে আগের মত অসুবিধা হচ্ছে না।

পরিদর্শনের স্থান: চর নাকালিয়া, ইউনিয়ন: হাটুরিয়া নাকালিয়া, বেড়া, পাবনা; **তারিখ: ১৯** মার্চ ২০২০, বৃহস্পতিবার

এম ফোর সি প্রকল্প ২০১৬ সাল হতে চর নাকালিয়া সহ বেড়া উপজেলার বিভিন্ন চর এলাকায় কাল আরম্ভ করে। এই চর এলাকায় বারি বাদাম-৮ এর চাষ সম্প্রসারণ, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বিপণনের উপর কাজ করে। এম ফোর সি প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা ইনষ্টিটিউট এবং কৃষি সাম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর সাথে একটি সমঝোতা স্বাক্ষর করে এক সাথে কাজ করে। কিন্তু বীজের সরবরাহ না থাকায় এ কার্যক্রম চলমান রাখা সম্ভব হয়নি।

পরিদর্শনের স্থান: গাবসারা চর, ভুয়াপুর,টাঙ্গাইল, **তারিখঃ** ২০/০৩/২০২০, শুক্রবার

এমফোরসি প্রকল্পটি টাঙ্গাইল জেলার ভুয়াপুর উপজেলার ২টি চর ইউনিয়নে ২০১৫ সাল থেকে ৩১ ডিসেম্বর,২০১৬ পর্যন্ত কাজ করেছিল। এমফোরসি প্রকল্পটি এই সকল চর এলাকা জরিপের পর ভুট্টা, মরিচ, পাট চাষের বাজার ব্যবস্থা উন্নায়নের জন্য কাজ করে। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং সম্প্রসারণ- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি উপকরণ ব্যবসায়ী যেমন, অটো ক্রাপকেয়ার, এসিআই ক্রাপকেয়ার ও পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিমিটেড স্থানীয় সেবাদানকারীদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে চরের জন্য একটি টেকসই বাজার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কাজ করছে।

এমফোরসি এর কার্যক্রম:

গুণগতমান সম্পন্ন কৃষি উপকরণ কোম্পানীর সাথে চর এলাকার কৃষি উপকরণ খুচরা বিক্রেতাদের সাথে সংযোগ করে দেয়া, চুক্তিবদ্ধ ভুট্টা চাষ পদ্ধতির মাধ্যমে ভুট্টা চাষ এর সম্প্রসারণ এর জন্য ছবিযুক্ত ফ্লিপচাটের মাধ্যমে ভুট্টা চাষ এর উপর কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, ভুট্টার ফিডমিল এবং বড় ব্যবসায়ীদের সাথে চুক্তিবদ্ধ ভুট্টা কন্ট্রাকটরদের সাথে ব্যবসায়িক সংযোগ স্থাপন করে দেয়া, মরিচের চাষ পদ্ধতি এবং মরিচ উঠানো, শুকানো এবং সংরক্ষণের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান, পাট চাষ পদ্ধতি এবং জাগ দেওয়ার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান; ইত্যাদি।

ফলাফল:

মো: বাদশা মিয়া, কৃষি উপকরণ বিক্রেতা ও টিওএস-ফসল (কন্ট্রাক্টর) নতুন গাবসারা বাজার বলেন এমফোরসি প্রকল্প আমার সাথে গুণগত মান সম্পন্ন কৃষি উপকরণ যেমন ভুট্টার বীজ, সার, কীটনাষক কোম্পানির সাথে সংযোগ করে দেওয়ার ফলে গুণগত মান সম্পন্ন কৃষি উপকরণ কৃষকরা ব্যবহার করতে পারছে। আমি এরফোরসি এর মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ ভুট্টা চাষ পদ্ধতির ভুট্টা কন্ট্রাক্টও হিসাবে কৃষকদল গঠন করেছি এবং তাদেরকে ছবিযুক্ত ফ্লিপচাটের মাধ্যমে ভুট্টা চাষের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেছি। এম ফোর সি পরবর্তীতে আমাদের এই চরে উন্নত পদ্ধতিতে অল্প সময়ে গবাদী প্রাণী মোটাতাজাকরণের উপর কাজ করছে।

মোঃ মোতালেব মোল্লা, কৃষক, চর বড়নলসিপাড়া, গাবসারা, বলেন যে এমফোরসি কাজ করার পূর্বে এই চরে ৫% কৃষক ভুট্টা চাষ করার এবং প্রতি বিঘায় (৩৩ শতকে) ফলন হত ১৫-১৬ মণ। ভুট্টা চাষ এর উপর প্রশিক্ষণ গ্রহন করার পর বর্তমান ফলন পাওয় যাচ্ছে ৩৫-৪০মণ। এমফোরসি এর মাধ্যমে আমরা শিখেছি যে, নেট বা পলিথিনের উপর ভুট্টা, মরিচ শুকালে রং ভালো হয় এবং দাম ভাল পাওয়া যায়। পূর্বে আমরা মাটিতে শুকাতাম রং খারাপ হতো ফলে দাম কম পেতাম। এই চরে কৃষি ঋন এর কোন ব্যবস্থা নেই। কৃষকরা মায়াজানী ঋণ এর উপর নির্ভরশীল। তাই ফসল চাষ এবং গরু মোটাতাজা করণের উপর ঋণ নিয়ে কাজ করলে কৃষকরা উপকৃত হবে।

মো: জিয়া মিয়া বলেন যে, ভুট্টা চাষ সম্প্রসারনের পর আমি একটি বড় ভুট্টা মাড়াই মেশিন কেনার চিন্তা করি। এমফোরসি এর মাধ্যমে জানতে পারি যে কোনায় বড় ভুট্টা মাড়াই মেশিন পাওয়া যায় এবং আমি একটি বড় ভুট্টা মাড়াই মেশিন ক্রয় করে সেবা দিয়ে যাচ্ছি। কৃষকেরা এখন বড় ভুট্টা মাড়াই মেশিন দিয়ে ভুট্টা মাড়াই করছে। পূর্বে হাতে মাড়াই করত সময় বেশী লাগত এবং হাত নষ্ট হয়ে যেত।

মো: বাদশা মোল্লা, কৃষক: গাবসারা ২০১৬ সালে এম ফোর সি থেকে পাট এর প্রদর্শনী পেয়েছিলেন। তিনি বলেন এমফোরসি এর মাধ্যমে পাটের প্রদর্শনী করেছিলাম আমি শিখেছি যে বৃষ্টির অপেক্ষা না ফয়ে সময়মত সেচ দিয়ে পাট বপন করতে হবে, টি এস পি, এম ও পি সহ অনুখাদ্য প্রয়োগ করতে হবে এবং পাট কাটার পর ছোট বড় আলাদা ভাবে বাধাই করে জাগ দিত হবে, জাগের উপর পলিথিন দিতে হবে প্লাস্টিক এর বস্তার ভিতরে মাটি দিয়ে ভরা দিতে হবে। এমফোরসি এর দেয়া পাটের প্রদর্শনী ফসল এর মাঠদিবস দেখার পর সব কৃষক সেভাবেই পাট চাষ করছে এবং লাভবান হচ্ছে। তিনি আরও অনুরোধ করেন যে, ফসল সংগ্রহের সময় মজুদ করা এবং পরবর্তীতে বেশী দামে বিক্রীর জন্য গ্রামে একটি স্টোরেজ বাবস্থা করা।

মি: রঞ্জন, সহকারী টেরিটরি অফিসার, অটো ক্রপ কেয়ার লিমিটেড, বলেন এমফোরসি প্রকল্প বিভিন্ন কৃষি উপকরণ কোম্পানী যেমন এসিআই ক্রপকেয়ার, নাফকো, পোট্রোকেম এর ন্যায় অটো ক্রপকেয়ার সাথে চর এলাকার ব্যবসায়ীদের সাথে সংযোগ করে দেয়। পূর্বে এই চরে আমাদের কোন ব্যবসা ছিল না। অন্যান্য কোম্পানীর কর্মকর্তাদেও ন্যায় আমি ও এই চরে কৃষকণের নিয়ে মিটিং করেছি, প্রদর্শনী প্লট দিয়েছিলাম, মাঠদিবস করেছি এবং কৃষকদের জমির ফসল পরিদর্শন করে প্রেসক্রিপশন করে দিয়েছি।। এমফোরসি প্রকল্প বর্তমানে কাজ করছে না কিছু অটো ক্রপ কেয়ার এই চরে ব্যবসা করছে, প্রতি বছর ব্যবসা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কৃষকদের জমির ফসল পরিদর্শন করে প্রেসক্রিপশন করে দিচ্ছে।

পরিদর্শনের স্থানঃ চর বরুল, ইউনিয়ন: বেলগাছা, ইসলামপুর, জামালপুর, **তারিখঃ** ২১/০৩/২০২০, শনিবার

এমফোরসি প্রকল্পটি জামালপুর জেলার ইসলামপুর, দেওয়ানগঞ্জ, শরিষাবাড়ী ও বকশিগঞ্জ উপজেলায় ২৫ টি ইউনিয়নের ১০৬টি গ্রামে ২০১২ সাল থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত কাজ করেছিল। এই সকল চর এলাকা জরিপের পর ভুট্টা, মরিচ, পাট, ধান শরিষা চাষের বাজার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য কাজ করে। ভুট্টা সহ অন্যান্য ফসল এর চাষ সম্প্রসারণ এবং লাভজনক করার লক্ষ্যে চুক্তিবদ্ধ চাষপদ্ধতি বাস্তবায়ন করে ১৫ জন টস-ক্রপ বা ফসলের কন্টাক্টর এর সাথে কাজ করেন। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটি এবং সম্প্রসারণ- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি উপকরণ ব্যাবসায়ী প্রতিষ্ঠান যেমন, অটো ক্রাপকেয়ার, এসিআই ক্রাপকেয়ার, নাইকো, পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিমিটেড এবং স্থানীয় সেবাদানকারীদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে চরের জন্য একটি টেকসই বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করেছিল।

এমফোরসি এর কার্যক্রমঃ

গুণগত মান সম্পন্ন পার্টনার কৃষি উপকরণ কোম্পানীর সাথে চর এলাকার কৃষি উপকরণ খুচরা বিক্রেতাদের সাথে সংযোগ করা, চুক্তিবদ্ধ ভুট্টা চাষ পদ্ধতির মাধ্যমে ভুট্টা চাষ এর সম্প্রসারণ এর জন্য ছবিযুক্ত ফ্লিপচার্টের মাধ্যমে ভুট্ট চাষের উপর কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, ভুট্টা চাষ এর সম্প্রসারণ তথা সহজে দ্রুত সময়ে ভুট্টা মাড়াই এর জন্য যে এলাকায় বড় ভুট্টা মাড়াই মেশিন নাই সেই এলাকার একজনকে ভুট্টা মাড়াইমেশিন কিনতে এবং ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য পার্টারশীপ এর মাধ্যমে কাজ করা, ভুট্টার ফিডমিল, বড় ব্যবসায়ী এবং চুক্তিবদ্ধ ভুট্টা কন্ট্রাকটরদের সাথে ব্যবসায়িক সংযোগ স্থাপন করে দেয়া, মরিচের চাষ পদ্ধতি এবং

মরিচ উঠানো, শুকানো এবং সংরক্ষনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান, এবং পাট চাষ পদ্ধতি ও জাগ দেয়ার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান এর ব্যবস্থা করে।

ফলাফল:

জনাব মো: এরশাদ পারভেজ বলেন, ২০১২ সালে এমফোরসি এর বাস্তবায়ন সহযোগি সংস্থা এনডিপির এর সহযোগিতায় মোট ৭টি ভুট্টাচাষী দল গঠন করে এমফোরসি এর ভুট্টা কন্ট্রাক্টর হিসাবে কাজ করে। এমফোরসি কর্তক প্রদত্ত ছবিযুক্ত ফিপচার্ট দেখিয়ে তিনি কৃষকদের ভুট্টা চাষ এ উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেমন বীজ থেকে বীজের দূরত্ব ৮-১০ ইঞ্চি, সারি থেকে সারির দূরত্ব ২২-২৪ ইঞ্চি, সারের ডোজ, সেচ ভুট্টা উঠানো সঠিক সময়, ভুট্টা মাড়াই, নেটের উপর শুকানো, সংরক্ষন এবং বাজারজাতকরণ। পরের বছর থেকে তিনি কৃষি উপকরণ এর খুচরা বিক্রেতা হিসাবে ব্যবসা শুরু করে এবং এমফোরসি বিভিন্ন কৃষি উপকরণ কোম্পানীর সাথে সংযোগ করে দেয়। চর বরুল এলাকায় কোন ভুট্টা মাড়াই মেশিন না থাকার কারনে কৃষকেরা হাত দিয়ে ভুট্টা মাড়াই করত যার কারণে এমফোরসি প্রকল্প তাকে একটি ভুট্ট মাড়াই মেশিন ক্রয়ে ৫০% টাকা সহযোগিতা করেছিল (২১,০০০ টাকার ৫০%)। যদিও ইঞ্জিন সহ মেশিনের দাম পড়ত ৫০,০০০ টাকা। তারা নিজের পাওয়ার টিলার মেশিন থাকার কারনে ইঞ্জিন কেনার প্রয়োজন হয় নাই সে কেবল মাত্র হলার কিনছিল যেটা তার পাওয়ার টিলার মেশিন থাকার কারণে ইঞ্জিন কেনা প্রয়োজন হয় নাই সে কেবল মাত্র হলার কিনছিল যেটা তার পাওয়ার টিলার মেশিন দিয়ে ব্যবহার করাত এবং করছে। এমফোরসি এর সহায়তায় তার ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটেছে বলেন এমফরসি প্রকল্প পরবর্তীতে সল্প সময়ে গবাদীপ্রাণী মোটাতাজা করনের উপর সিজনাল লোন এর ব্যবস্থা করলে চরবাসী উপকৃত হবে। এছাড়া সংক্ষণের জন্য একটি স্টোরেজ এর ব্যবস্থা করলে খুব ভাল হবে।

জনাব মিঃ নাজমুল হাসান, সহকারী টেরিটরি অফিসার, অটো ক্রপকেয়ার লিমিটেড, বলেন এমফোরসি প্রকল্প এর সাথে পার্টনারশীপ এর মাধ্যমে কাজ না করলে তারা এই ধরনের চরে তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণ করত না। পূর্বে চরের কৃষকরা কম দামে এবং বাকীতে উপকরন ক্রয় করে ব্যবহার করত ফলে লাভ করতে পারত না। অটো ক্রপকেয়ার তাদের পণ্যের চাহিদা তৈরি করার জন্য চরে প্রদর্শনী প্লট, কৃষক মিটিং মাঠ দিবস এবং কৃষকদের জমির ফসল পরিদর্শন করে প্রেসক্রিপশন করে দেয় ফলে কৃষকরা লাভবান হয় এবং তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণ হতে থাকে। এমফোরসি প্রকল্প বর্তমানে এই চরে কাজ করছে না কিন্তু অটো ক্রপকেয়ার এই চরের জন্য কর্মকর্তা দিয়েছে এবং প্রতি বছর ব্যবসা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

একজন চর নারী কৃষকের জীবন পরিবর্তনের গল্প

নামঃ মোসাঃ চামেলি খাতুন, বয়সঃ ৩৫ বছর, ঠিকানাঃ গোরাই পির চর, খেঁতরাই, উলিপুর, কুড়িগ্রাম, মোট জমির পরিমাণঃ ৩০০ শতাংশ (বসত ভিটা ২০ শতাংশ, চাষযোগ্য জমি ২৮০ শতাংশ)

এম ফোর সি প্রকল্প আসার পূর্বে তার অবস্থা

২০১৫ সালে তিনি ৫০ শতাংশ জমিতে ভুট্টা এবং ৫০ শতাংশ জমিতে আলু চাষ করেন। বাকি ১৮০ শতাংশ জমি অনাবাদি ছিল। চাষ করতে তার খরচ হয়েছিল ৩০,০০০ টাকা। চাষাবাদ শেষে তিনি ২৫ মণ ভুট্টা এবং ৫০ মণ আলু পান যা ৪৫,০০০ টাকায় বিক্রি করেন। লাভ হয় ১৫,০০০ টাকা।

এম ফোর সি প্রকল্প আসার পরে তার অবস্থা

২০১৬ সালে তিনি এম ফোর সি প্রকল্পের কাজের সাথে সম্পৃক্ত হন এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি আধুনিক প্রযুক্তি ও মান সম্পন্ন উপকরণ ব্যবহার করে ৫০ শতাংশ জমিতে ভুট্টা এবং ৫০ শতাংশ জমিতে আলু চাষ করেন। এতে তিনি ৪৫ মণ ভুট্টা এবং ১০০ মণ আলু পান যা ৮০,০০০ টাকায় বিক্রি করেন। লাভ হয় ৪০,০০০ টাকা যা দিয়ে তিনি একটি গরু কেনেন এবং গরুটি মোটাতাজাকরণ করেন।

২০১৭ সালে তিনি আধুনিক পদ্ধতিতে ৮০ শতাংশ জমিতে ভুট্টা, ৫০ শতাংশ জমিতে আলু এবং ৩০ শতাংশ জমিতে বাদাম চাষ করেন, এতে তার খরচ হয় ৬৫,০০০ টাকা। তিনি ৮০ মণ ভুট্টা, ১০৫ মণ আলু এবং ১৫ মণ বাদাম পান। তিনি উহা বিক্রি করে খরচ বাদে ১৩৫,০০০ টাকা লাভ করেন। লাভের টাকা দিয়ে তিনি ১০ শতাংশ জমি এবং একটি শ্যালো মেশিন ক্রয় করেন।

১৬.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন (পিসিআর-এ প্রাপ্ত তথ্য ও আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ):

ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	প্রকল্পের গৃহীত কার্যক্রম (পিসিআর এর তথ্য অনুসারে)	অর্জন	আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ
১। চরে বসবাসকারী পরিবারদের কৃষি কার্যক্রমের (ফসল ও প্রাণিসম্পদ) ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা; ২। চরে বসবাসকারী পরিবারদের জীবনযাপনের অভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যুগের ঝুঁকি হ্রাস করা; ৩। বিভিন্ন ব্যবসা সেবা প্রদানকারী, কৃষির সাথে সম্পৃক্ত সংস্থা/ কোম্পানি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান যেন চরবাসিদের সেবা প্রদান করে সেটা নিশ্চিত করা;	১.ভুট্টা, মরিচ, পাট, বাদাম, পিঁয়াজ, সরিষা, গরু মোটাতাজাকরণ এবং যাতায়ত ও পরিবহন সেবা সেক্টরে ২৮ রকমের ইন্টাভেনশন দেওয়া হয়েছে; ২. ১০টি এ্যাকশন রিসার্স পরিচালনা; ৩. মোট ২৪০০০ হাজার কৃষককে অন্তর্ভুক্ত করে ৮৮০ টি কৃষক দল গঠন; ৪. রিটেইলার, ট্রেডার্স ও উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের ২০০টি প্রশিক্ষণ প্রদান। ৫. ১১৫০০ জন কৃষক-কে অধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার ও শস্য সংগ্রহ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ; ৬. ৫০০০ কৃষি প্রদর্শনী প্লট তৈরি; ৭. ১১৫০ টি কৃষি দিবস উদযাপন, ইত্যাদি।	১. ৬০০০০ এর লক্ষমাত্রার বিপরীতে ৯২০০ চরে বসবাসকারী পরিবার প্রকল্পের সুফল পেয়েছেন; ২. চরাঞ্চলে কৃষি ১২% অঞ্চল বৃদ্ধি পেয়েছে, উৎপাদন ২০% বৃদ্ধি পেয়েছে ফসলের মূল্য ৫% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষকদের আয় ৩৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। ৩. চরাঞ্চলে ২০টি ব্যবসায়িক মডেল তৈরি হয়েছে, ৫০ প্রকার সেবা ও ১৫০০ সেবা প্রদানকারী তৈরি হয়েছে।	প্রকল্পের সুফলভোগকারীদের কোন ডাটা বেইজ প্রকল্প থেকে করা হয়নি। তবে, চরাঞ্চলে প্রকল্পের আওতায় তৈরি সক্রিয় সেবাদানকারীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সুফলভোগকারীদের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে যা বিজ্ঞান সম্মত নয় এবং এর নির্ভরযোগ্যতাও কম। তবে, প্রকল্পের মাধ্যমে চরাঞ্চলে কৃষির আধুনিক প্রযুক্তি ও গুণগতমান সম্পন্ন কৃষি ইনপুটস ব্যবহার ও শস্য সংগ্রহে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, পণ্যের উপযুক্ত মুল্য প্রাপ্তিসহ আয় বৃদ্ধি হয়েছে। ফলে চরবাসিদের জীবিকা ও জীবনমানের উন্নয়ন হয়েছে।
৪। চরে ব্যবসায়িক উদ্ভাবন, বিনিয়োগ, ব্যবসা সম্প্রসারণ এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো যেন টেকসই ব্যবস্থা নেয় সেটা নিশ্চিত করা;	কৃষি ইনপুটস বিক্রি	১৩.৫৭ কোটি টাকা	চরাঞ্চলে শস্য উৎপাদন ও গবাদি প্রাণি পালনের জন্য এনডিপি, এসকেএস ও ব্র্যাকের মাধ্যমে মৌসুমী ঋণ প্রদান করা হচ্ছে যেগুলো পরিশোধের হার শতভাগ। কৃষি পণ্য ও গবাদি প্রাণির বাজারজাতকরণে মার্কেট লিংকেজ স্থাপিত হওয়ায় ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।
	কৃষকদের সাথে সভা	৭০৫ টি	
	ফার্মারস কেম্পেইন	২৫৭	
	প্রোডাক্ট সেম্পলিং	৩৮৩	
	কৃষি প্রদর্শনী	১০১	
	কৃষক মাঠ দিবস	৪০	
	গুখাদ্য বিক্রি	৪২,৭৬ কোটি টাকা	
	পারিবারিক পর্যায়ে গবাদি প্রাণি। পালন প্রদর্শনী	৫০	

	গবাদি প্রাণি পালন বিষয়ে কৃষক মাঠ দিবস	৩৬	
	গুখাদ্য প্রমোশনে মাইকিং	১০২	
৫। চরে বসবাসকারী পরিবারদের জন্য উন্নত কৃষি উপকরণের সরবরাহ ও কৃষিকাজের আধুনিক পদ্ধতির তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা এবং তারা যেন সেগুলো ব্যবহার করে সেটা নিশ্চিত করা; ৬। চরে বসবাসকারী পরিবারদের সাথে কৃষি পণ্য ব্যবসায়ীদের ফসল সংযোগ স্থাপন, উৎপাদিত কৃষিপণ্যের মান উন্নয়ন এবং তারা যেন তাদের উৎপাদিত | কৃষিপণ্য সঠিক দামে বিক্রি করতে পারে তা নিশ্চিত করা; ৭। চরে বসবাসকারী পরিবারদের জন্য যথাযথ আর্থিক সেবার (মৌসুমি ঋণ) ব্যবস্থা করা এবং তারা যেন সেই আর্থিক সেবা নিয়ে ভাল মানের কৃষিপণ্য (ফসল ও প্রানিসম্পদ) উৎপাদন করতে পারে সেটা নিশ্চিত করা;	২. চরাঞ্চলের কৃষকদের নিয়ে বিভিন্ন দল গঠন ও তাঁদের ভুট্টা, মরিচের অধুনিক চাষ পদ্ধতি ও এগুলোর সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, কৃষকদের উৎপাদিত ফসল ও গবাদি প্রাণির বাজারজাতকরণের জন্য স্থানীয় ট্রেডার গ্রুপ তৈরি; গুণগতমানসম্পন্ন বীজ, কীটনাশকসহ অন্যান্য কৃষি ইনপুটস সরবরাহ এবং শস্য ও গবাদি প্রাণির চিকিৎসার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে সার্ভিস প্রোভাইডার তৈরির পাশাপাশি বিভিন্ন কম্পানির সাথে মার্কেট লিংকেজ তৈরি; চরাঞ্চলে এনডিপি, ব্রাক এর মাধ্যমে মৌসুমী ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা;ইত্যাদি	২. কৃষকের শস্য ও গবাদি প্রাণি বাজারজাতকরণের যথাক্রমে ১০৬০০ ও ১০৩২৭ জন কৃষকের সাথে ট্রেডার আউট গ্রোয়ার স্কীমস (টিওএস) এর মার্কেট লিংকেজ স্থাপিত হয়েছে: ৩. শস্য চাষ ও গবাদি প্রাণি পালনের জন্য সিরাজগঞ্জের চরাঞ্চলে এসডিপি'র মাধ্যমে ১২৮৯৩ কৃষককে ৩৪.২০ কোটি টাকার ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, এসকেএস এর মাধ্যমে গাইবান্ধায় ১৫৪৯ কৃষককে ৪.৬৩ কোটি টাকার ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান এবং ব্র্যাক এর মাধ্যমে কুড়িগ্রামের চরাঞ্চলে ২৭৬২ কৃষককে ৮.১৪ কোটি টাকার ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, এছাড়াও অন্যান্য সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে চরাঞ্চলে উন্নায়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উদ্ভুদ্ধ করা হয়; ইত্যাদি।	

১৮. প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক এবং সুযোগসমূহ:

	ধণাত্নক	ঋণাত্নক
অভ্যন্তরীণ	Strength ১। ভুট্টা, মরিচ, পাট, ধান, পেঁয়াজ, বাদাম, সরিষার আধুনিক চাষাবাদ। ২। গুনগত মানসম্পার কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা। ৩। উন্নত পদ্ধতিতে ফসল সংগ্রহ পরবর্তী পরিচর্যা। বিশেষ করে চর উপযোগী পাট জাগ দেয়ার পদ্ধতি ব্যাবহারের মাধ্যমে পাটের মান উন্নয়নের বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। ৪। বাজার সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।। ৫। ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থার মাধ্যমে চরে কৃষি উপযোগী মৌসুমি ঋণ দেয়া প্রদান।	Weakness ১। সরকারী পর্যায়ে কৃষি কর্মকর্তাদের চরের কৃষিসেবা প্রদানের অপর্যাপ্ত পরিধি। ২। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে প্রকল্প কতৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলো দূরবর্তী চরগুলোতে সমানভাবে না পৌঁছানো। ৩। ফসলাদি সংরক্ষনের অপর্যাপ্ত ব্যাব্যস্থা যা কৃষকাদের অধিকতর লাভবান হওয়া থেকে বঞ্চিত করছে। ৪। ব্যবসায়িকভাবে দেশি জাতের হাঁস-মুরগী পালন না করা।

	ধণাত্নক	ঋণাত্নক
	৬। স্বল্প সময়ে গরু মোটাতাজাকরণ এবং আধুনিক পদ্ধতির যেমন দুটি চারীর ব্যবহার, উন্নত মানের খাবার দেয়া, সময়মত চিকিৎসা করানো ইত্যাদির ব্যবহার চালু হওয়া। ৭। দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলায় দুর্যোগ সহিষ্ণু ফসলের চাষাবাদ পদ্ধতি প্রশিক্ষণ। ৮। সিডিআরসি'র মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।	৫। উন্নত জাতের ও গুণগতমানসম্পন্ন বাদামবীজ সরবরাহ নিশ্চিত করতে না পারা। এর ফলে বাদাম চাষ চলমান রাখা সম্ভব হয়নি।
বাহ্যিক	Opportunity ১। পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর চর বান্ধব জীবিকায়ন তথা কৃষি, প্রাণিসম্পদ, অকৃষি দক্ষতা বৃদ্ধি (সেলাই, হস্তশিল্প) সহ, বিভিন্ন খাতে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের অবকাঠামোগত সুবিধা। ২। চরাঞ্চলের বাজারব্যবস্থা সম্পর্কে প্রকল্পের সাত বছরের কর্মলব্ধ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান যা সিডিআরসির মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর বিকাশের ক্ষেত্রে সহায়ক। ৩। বর্তমান সরকারের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ যা প্রকল্পের উপকারভোগীদের বাহ্যিক ঝুঁকি মোকাবেলার ক্ষেত্রে সহায়ক। ৪। বিভিন্ন বড় কৃষি কোম্পানি ক্ষুদ্রঋণসংস্থাসমূহের চরে ব্যবসা সম্প্রসারণের অভিজ্ঞতা যা প্রকল্প শেষ হবার পরেও তাদের কার্যক্রম চলমান রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক।	Threat ১। করোনা মহামারী পরবর্তী বৈরি অর্থনীতির ফলে ক) অপ্রাতিষ্ঠানিক অকৃষি খাতে সুষ্ট বেকারত্ব যা প্রান্তিক কৃষকদের কৃষি খাতে লাভজনক বিনিয়োগ সংকুচিত করবে। খ) কৃষি উপকরণের আমদানি ব্যহত হবে, যা পণ্যের সহজলভ্যতা ও দামের উপর প্রভাব ফেলবে। ২ । অতিবন্যা, নদীভাঙ্গন এবং ফসলে নতুন কীটপতঙ্গের আক্রমণের সম্ভাবনা। ৩। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ খাতে অবকাঠামোগত এবং এবং গবেষণামূলক প্রণোদনায় অপ্রতুলতা। ৪। প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ব্যবসাবান্ধব নীতিমালার অনুপস্থিতি।

১৯.০ সার্বিক পর্যবেক্ষণ:

১৯.১ প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত ব্যয় ৬১৫৯.৮৫ (জিওবি ৬০০.০০ ও প্রকল্প সহায়তা ৫৫৫৯.৮৫) লক্ষ টাকা থাকলেও পরবর্তীতে ০২ (দুই) ধাপে সংশোধনপূর্বক এবং ৯২৬২.৮৫ (জিওবি ১৩৬৩.০০ ও প্রকল্প সহায়তা ৭৮৯.৮৫) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ও ০১ মে, ২০১৩ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারণ করা হয়। প্রকল্পটি ৯২৪১.২৬ লক্ষ টাকা প্রকৃত ব্যায়ে ৩১ ডিসেম্ভর ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটির অর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৭৭% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯০%;

১৯.২ প্রকল্পটির ২য় সংশোধিত টিএপিপি'তে সংযোজিত আর্থিক সম্পর্ক বিভাগ ও সুইস ডেভলোপমেন্ট কর্পোরেশনের মধ্যকার সমঝতা স্মারক অনুযায়ী ২০১৯ সালে প্রকল্পটির শেষ পর্যায় মূল্যায়নের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু সে খাতের অর্থ ব্যয় করা হলেও সে মূল্যায়ন কাজটি করা হয়নি। তবে, এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি;

১৯.৩ চরাঞ্চলে কৃষি ১২% অঞ্চল বৃদ্ধি পেয়েছে, উৎপাদন ২০% বৃদ্ধি পেয়েছে, ফসলের মূল্য ৫% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষকদের আয় ৩৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। [তথ্য উপাত্তের বিশ্লেষণ সংযুক্তি-৩ তে দেওয়া হলো]

১৯.৪ প্রকল্পটি কারিগরি প্রকল্প হলেও এতে ভবন নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত ছিল যা সমীচীন নয়;

১৯.৫ সরকারী সংস্থার পাশাপাশি সুইস কন্টাক্ট (এনজিও) প্রকল্প বাস্তবায়নকারী এজেন্সি হিসেবে কাজ করেছে;

১৯.৬ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে জিওবি খাতের অর্থ আরডিএ, বগুড়া এবং প্রকল্প সাহায্য অংশের অর্থ সুইস কন্টাক্ট (এনজিও) পৃথকভাবে ব্যয় করেছে। এক্ষেত্রে দুই সংস্থার ব্যয় পরিকল্পনা ভিন্ন হওয়ায় মাসিক অগ্রগতির তথ্য প্রদানে বেগ পেতে হয়েছে [সূত্র: প্রকল্প পরিচালক];

১৯.৭ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে চরাঞ্চলে ভুট্টা, মরিচ, পাট, ধান, পেঁয়াজ, বাদাম, সরিষা ইত্যাদি ফসলের আধুনিক চাষাবাদ হচ্ছে। গুনগত মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ ব্যবহারের ফলে ফসল উৎপাদন বেড়েছে;

১৯.৮ উন্নত পদ্ধতিতে ফসল সংগ্রহ পরবর্তী পরিচর্যা করায় ফসলের মান বৃদ্ধি ও বাজার সংযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন হওয়ার ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হচ্ছে;

১৯.৯ বিভিন্ন ক্ষুদ্র ঋণ দাতা সংস্থার মাধ্যমে চরে কৃষি উপযোগী মৌসুমি ঋণ দেয়া হচ্ছে যা ব্যবহার করে কৃষকগণ উপকৃত হচ্ছেন;

১৯.১০ স্বল্প সময়ে গরু মোটাতাজাকরণ পদ্ধতি বেড়েছে এবং কৃষকেরা আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন;

১৯.১১ উন্নত জাতের ও গুণগতমানসম্পন্ন বাদামবীজ সরবরাহ নিশ্চিত করতে না পারায় বাদাম চাষ চলমান রাখা সম্ভব হয়নি;

১৯.১২ অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে প্রকল্প কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলো দূরবর্তী চরগুলোতে সমানভাবে না পৌঁছানো ও ফসলাদি সংরক্ষণের অপর্যাপ্ত ব্যবস্থা যা কৃষকদের অধিকতর লাভবান হওয়া থেকে বঞ্চিত করছে।

১৯.১৩ চরের কৃষকেরা বন্যার ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য বন্যা সহিষ্ণুতা ফসলের চাষাবাদ শিখেছেন। এছাড়াও, এ প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পাদিত কার্যক্রম চর ডেভোলপমেন্ট রিসার্স সেন্টার (সিডিআরসি)'র মাধ্যমে চলমান রাখা অর্থাৎ কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হচ্ছে।

২০.০ সুপারিশমালাঃ

২০.১ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে চরাঞ্চলে কৃষির আধুনিক প্রযুক্তি ও গুণগতমান সম্পন্ন কৃষি ইনপুটস ব্যবহার ও শস্য সংগ্রহে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, পণ্যের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তি সহ আয় বৃদ্ধি হয়েছে। ফলে চরবাসিদের জীবিকা ও জীবনমানের উন্নয়ন হয়েছে। এ বিচেনায় এ ধরণের প্রকল্প দেশের অন্যান্য চরাঞ্চলে বাস্তবায়নের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও উন্নয়ন সহযোগী প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে;

২০.২ ভবিষ্যতে এ ধরণের নতুন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে কেবল সরকারী সংস্থাকে রাখতে হবে। এক্ষেত্রে অভিজ্ঞ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কারিগরী সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে; তবে প্রকল্প সাহায্য অংশের অর্থ বাংলাদেশ সরকারের নিকট সমর্পন সাপেক্ষে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সমীচীন হবে;

২০.৩ ভবিষ্যতে এ ধরণের নতুন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে টিএপিপিতে কোন অবকাঠামো (ওয়ার্কস) উন্নয়নের প্রস্তাব না রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে;

২০.৪ চরের ফসলাদি সংরক্ষণের জন্য স্টোরেজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে যাতে কৃষকগণ উপযুক্ত সময়ে ফসলাদি বিক্রি করে লাভবান হতে পারে; এবং

২০.৫ চরে দেশি জাতের হাঁস-মুরগী পালন, প্রাথমিক শিক্ষা, সেনিটেশন ও পুষ্টি এবং সেলাই বিষয়ে সিডিআরসি, আরডিএ, বগুড়া এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ এর বাব্যস্থা রাখা যেতে পারে।

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: ডিসেম্বর ২০১৯)

প্রকল্পের মৌলিক তথ্য

১। প্রকল্পের নাম: ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা (২য় পর্যায়)।

২। অর্থায়নের উৎস: জিওবি অর্থায়ন।

৩। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

৩.১। বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশ (এসএফডিএফ)

৪। (ক) প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত:

(লক্ষ টাকায়)

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়				বাস্তবায়ন কাল	অনুমোদনের তারিখ ও পর্যায়	পরিবর্তন (মূল)	
	মোট	জিওবি	প্র:সা :	অন্যান্য			ব্যয় (%)	মেয়াদ(%)
মূল	৬৪০৯.৫৪	৬৪০৯.৫৪	-	-	জানুয়ারি'২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৮	১৬/০২/২০১৬	-	-
১ম সংশোধিত	৭৩৭০.৯৭	৭৩৭০.৯৭	-	-	জানুয়ারি'২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৯	২১/০৩/২০১৮	১৪.৯৯%	৩৩%
২য় সংশোধিত	৯১৬৩.৭১	৯১৬৩.৭১	-	-	জানুয়ারি'২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৯		৪২.৯৬%	-

৫। প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/	সমগ্র বাংলাদেশ
রংপুর রাজশাহী ঢাকা খুলনা বরিশাল ও সিলেট নির্বাচিত ৬টি বিভাগ	নির্বাচিত ২২টি জেলা	**নির্বাচিত ৬০টি উপজেলা যা নিম্নরূপ -** বোদা, তেঁতুলিয়া, বদরগঞ্জ, পীরগাছা, চারঘাট, বাঘমারা, পবা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, ভাঙ্গুরা, আটঘরিয়া, নাটোর সদর, বড়াইগ্রাম, গুরুদাশপুর, নওগাঁ সদর, নিয়ামতপুর, মহাদেবপুর, সিরাজগঞ্জ সদর, কাজীপুর, কামারখন্দ, কালিয়াকৈর, কালীগঞ্জ, কাপাসিয়া, শ্রীপুর, ভৈরব, বাজিতপুর, হোসেনপুর, জামালপুর সদর, ইসলামপুর, মেলান্দহ, সরিষাবাড়ি, শেরপুর সদর, ঝিনাইগাতী, নকলা, নালিতাবাড়ী, শ্রীবরদী, নাগরপুর, দেলদুয়ার, ফরিদপুর সদর, ডুমুরিয়া, পাইকগাছা, কয়রা, ভেড়ামারা, মীরপুর, কুমারখালী, চুয়াডাঙ্গা সদর, আলমডাঙ্গা, জীবননগর, উজিরপুর, সিলেট সদর, বিশ্বনাথ, বিয়ানীবাজার, কোম্পানীগঞ্জ, বাহুবল, চুনারুঘাট, মাধবপুর, শ্রীমঙ্গল, কুলাউড়া, সুনামগঞ্জ সদর, ছাতক ও দোয়ারাবাজার।	প্রযোজ্য নয়

৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

(ক) মূল উদ্দেশ্য: দেশের ২২টি জেলার ৬০টি উপজেলায় পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক (০.০৫-২.৪৯ একর চাষযোগ্য জমির মালিক) পরিবারের পুরুষ/মহিলাদেরকে গ্রাম পর্যায়ে সংগঠিত করে তাঁদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে 'জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ'সহ বিভিন্ন সেবা-সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য হ্রাসকরণই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

(খ) প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ-

ক। ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের পুরুষ/মহিলাদেরকে নিয়ে গ্রাম পর্যায়ে গঠিত কেন্দ্রের আওতায় সদস্যভুক্তকরণ;

খ। সদস্য/সদস্যাগণকে তাঁদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে'জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ' প্রদান;

গ। সদস্য/সদস্যাগণকে ঋণ বিনিয়োগের আয় থেকে সাপ্তাহিক 'সঞ্চয় আমানত জমা'এর মাধ্যমে 'নিজস্ব পুঁজি' গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ;

ঘ। আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে উপকারভোগীকে 'দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক' প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং

ঙ। উপকারভোগীদেরকে আর্থিক কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন 'সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম' যেমন-ছেলে মেয়েদের স্কুলে প্রেরণ,

স্বাস্থ্য-পুষ্টি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহযোগিতা প্রদান ।

৭। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রধান কার্যক্রম:

ক। কার্যক্রম: প্রকল্পটির মাধ্যমে ০৬টি বিভাগের ২২টি জেলার ৬০টি উপজেলায় গ্রাম পর্যায়ে ২৩৪০টি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠি উন্নয়ন কেন্দ্র গঠন করা;

খ। সংগঠিত ২৩৪০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ৫৮৫০০ জন সদস্য/সদস্যাকে 'জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ'সহ বিভিন্ন সেবা-সহায়তা প্রদান করা;

গ। ঋণ বিনিয়োগের আয় থেকে সঞ্চয়ের মাধ্যমে ৯৩৬.৩৩ লক্ষ টাকা নিজস্ব পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধ করা;

ঘ। ৪৬৭৫ জন সুফলভোগী সদস্য ও ৩২৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক, ৪০ জন কর্মকর্তাকে আইসিটি এবং ১০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে MIS এবং AIS সফটওয়্যার পরিচালনা প্রশিক্ষণ করা;

ঙ। বিভিন্ন আসবাবপত্র ক্রয়;

চ। ডাবল কেবিন পিকআপ ১টি, মটর সাইকেল ক্রয় ৬৬টি ও বাই-সাইকেল ১৮০টি ক্রয়;

ছ। সফটওয়্যার সংস্থাপন ও নেটওর্য়াকিং ইত্যাদি।

০৮। প্রকল্পের সংশোধন ও অনুমোদন: প্রকল্পটি ১৬/০২/২০১৬ তারিখ, জানুয়ারি'২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ মেয়াদে ৬৪০৯.৫৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। প্রকল্পে কার্যক্রম শুরুতে বিলম্ব, জনবল নিয়োগে বিলম্ব, বেতন-

ভাতা'র স্কেল পরিবর্তন, নির্দিষ্ট কিছু অংঙ্গের ব্যয় যুক্তিযুক্ত করা, ঋণ নীতিমালা সংশোধন, মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটির সদস্যদের সম্মানী ও এক বছর মেয়াদ বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে ২১/০৩/২০১৮ ১ম সংশোধন করে জানুয়ারি'২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে ৭৩৭০.৯৭ লক্ষ টাকা (১৪.৯৯%) বৃদ্ধি করে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে চাহিদার আলোকে আবর্তক ঋণ তহবিল ৪৫ কোটি হতে ৬৩ কোটি বৃদ্ধি করা, সফটওয়্যার ক্রয়সহ বিভিন্ন খাতে ব্যয় হ্রাস ও বৃদ্ধি এবং আন্ত:খাত সমন্বয় করা ইত্যাদি কারণে ২৫/০২/২০১৯খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পটি জানুয়ারি'২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে ৯১৬৩.৭১ লক্ষ টাকা (৪২.৯৯%) বৃদ্ধি করে ২য় সংশোধন অনুমোদন হয়। ২য় সংশোধন অনুযায়ী প্রকৃত জানুয়ারি'২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে ৯১৬৩.৭১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হয়।

০৯। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ: প্রকল্পের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

১০। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology): আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে;

- ডিপিপি পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন;
- বিভিন্ন কমিটির কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা।

১১। মূল্যায়ন কাজের সীমাবদ্ধতা: আলোচ্য প্রকল্পটি দেশের ৬টি বিভাগের নির্বাচিত ২২টি জেলার ৬০টি উপজেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। সকল এলাকা পরিদর্শন করা সম্ভব হয়নি।

প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য:

১২। প্রাক্কলিত ব্যয়: (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	সর্বমোট	জিওবি টাকা	পি.এ	অন্যান্য	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন (ক্রমোপুঞ্জিত %)
ক) (i) মূল	৬৪০৯.৫৪	৬৪০৯.৫৪	-	-	১০০%
(ii) ১ম সংশোধিত	৭৩৭০.৯৭	৭৩৭০.৯৭	-	-	-
(iii) ২য় সংশোধিত	৯১৬৩.৭১	৯১৬৩.৭১			-
খ) প্রকল্পের শুরু হতে সর্বশেষ (ডিসেম্বর ২০২১) মাস পর্যন্ত অর্থছাড়	৯১৬৩.১২	৯১৬৩.১২	-	-	৯৯.৯০%
গ) প্রকল্পের শুরু হতে সর্বশেষ (ডিসেম্বর ২০২১) মাস পর্যন্ত ক্রমোপুঞ্জিত অগ্রগতি	৯১০৭.৬২	৯১০৭.৬২	-	-	৯৯.৩৮%

অর্থবছর	বরাদ্দ		খরচ এবং বাস্তব অগ্রগতি

	ডিপিপি/ আরডিপিপি সংস্থান	এডিপি/ আরএডিপি সংস্থান	জিওবি টাকা	পি. এ	অন্যান্য	বাসস্তব %	অর্থছাড়	সর্বমোট ব্যয়	জিওবি টাকা	পি. এ	বাস্তব %
১	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**	**৭**	**৮**	**৯**	**১০**	**১১**	**১২**
২০১৫-২০১৬	৪৬৭.৩৭	৬০০.০০	৬০০.০০	-	-	৫%	৬০০.০০	৪৬৭.৩৭	৪৬৭.৩৭	-	৫%
২০১৬-২০১৭	২৫২৮.৯১	২৬০০.০০	২৬০০.০০	-	-	২৭%	২৬০০.০০	২৫২৮.৯১	২৫২৮.৯১	-	২৭%
২০১৭-২০১৮	৩০৯০.৮৪	৩২২৮.৪০	৩২২৮.৪০	-	-	৩৩%	৩২২৮.৪০	৩০৬০.৮৪	৩০৬০.৮৪	-	৩৩%
২০১৮-২০১৯	২৩৬৩.৩০	২২৯২.০০	২২৯২.০০	-	-	২৪%	২২৯২.০০	২২৬৬.৫৯	২২৬৬.৫৯	-	২৪%
২০১৯-২০২০	৭১৩.২৯	৭৮৪.০০	৭৮৪.০০	-	-	১১%	৭৮৪.০০	৭৫৩.৯১	৭৫৩.৯১	-	১১%
সর্বমোট	**৯১৬৩.৭১**	**৯৫০৪.৪০**	**৯৫০৪.৪০**	**-**	-	**১০০%**	**৯৫০৪.৪০**	**৯১০৭.৬০**	**৯১০৭.৬০**		**১০০%**

১৩। অর্থ বছর ভিত্তিক ডিপিপি/আরডিপিপি সংস্থান এবং এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ, অর্থছাড় ও বাস্তবায়ন অবস্থা:
(লক্ষ টাকা)

প্রকল্প দলিলে অর্থের সংস্থানের বিপরীতে বছরভিত্তিক প্রায় ৩৪০.৬৯ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ দেয়া হয়। যা আর্থিক ব্যবস্থাপনার ব্যত্যয়। পরবর্তীতে অব্যয়িত অতিরিক্ত অর্থ জুন ৩০ তারিখ ফেরত প্রদান করা হয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক পরিকল্পিত ভাবে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হলে ফেরতকৃত অর্থ চলমান অন্য কোন প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যয় করা যেত।

১৪। অঙ্গভিত্তিক আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অগ্রগতি:

(লক্ষ্য টকায়)

নং	বিবরণ	পরিমান	ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা		ডিপিপি অনুসারে সর্বশেষ অগ্রগতি		মন্তব্য
	আর্বতক ব্যয়						
৩১১১১০১	মূল বেতন (অফিসার)	৬৮ জন	৬৮ জন	৩৮৬.১২	৬৮ জন	৩৭৮.২২	৯৭.৯৫%
৩১১১২০১	মূল বেতন (কর্মচারী)	১৮৭ জন	১৮৭ জন	৬৬২.৫৪	১৮৭ জন	৬৫৬.৭৫	৯৯.১২%
৩১১১৩১০	বাড়ী ভাড়া ভাতা	২৪৮জন	২৪৮জন	৫১০.০১	২৪৮জন	৫০২.০৭	৯৮.৪৪%
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	২৪৮জন	২৪৮জন	১৪১.০৩	২৪৮জন	১৩৯.০৬	৯৮.৬০%
৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	১৮৭ জন	১৮৭ জন	১৪.২০	১৮৭ জন	১৪.১৪	৯৯%

নং	বিবরণ	পরিমান	ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা		ডিপিপি অনুসারে সর্বশেষ অগ্রগতি		মন্তব্য
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	২৪৮জন	২৪৮জন	১৭৬.৮৭	২৪৮জন	১৭৬.০৩	৯৯%
৩১১১৩২৬	ভ্রমণ ভাতা	থোক	থোক	৫৮.০৪	থোক	৫৭.৪৩	৯৯%
৩১১১৩২৭	অধিকাল ভাতা	৭ জন	৭ জন	৪.৫০	৭ জন	৪.৪৭	৯৯.৫৫%
৩১১১৩৩২	সম্মানী ভাতা	থোক	থোক	৭.৭০	থোক	৭.২০	৯৯%
৩১১১৩৩৮	অন্যান্য ভাতা	২৪৮জন	২৪৮জন	৯১.৬০	২৪৮জন	৯১.৬০	১০০%
	উপমোট:নগদ মজুরি ও বেতন -			২০৫২.৬১		২০২৬.৯৭	
৩২১১১০৪	আনুষাঙ্গিত কর্মচারী/প্রতিষ্ঠান	থোক	থোক	২৭.০০	থোক	২৬.৯৩	৯৯.৮৫%
৩২১১১১১	সেমিনার এবং কনফারেন্স ব্যয় (মূল্যবর্তী মূল্যায়ন সহ)	৩টি	৩টি	৭.৫০	৩টি	৭.৫০	১০০%
	ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা সভা	১৪টি	১৪টি	৪.৯০	১৪টি	৪.৯০	১০০%
	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	১টি	১টি	৫.০০	১টি	৫.০০	১০০%
৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ	থোক	থোক	৮.০০	থোক	৭.৬৯	৯৯%
৩২১১১১৯	ডাক	থোক	থোক	৩.০০	থোক	২.৯৫	৯৯.৮০%
৩২১১১২০	টেলিফোন	থোক	থোক	১০.০০	থোক	৯.৯৯	৯৯.৯৮%
৩২১১১২৯	অফিস ভবন ভাড়া	৬৭ টি	৬৭ টি	১৩৮.০০	৬৭ টি	১৩১.৬৫	৯৫.৩৯%
	উপমোট- প্রশাসনিক ব্যয়:			২০৩.৪০		১৯৬.৬১	
৩২২১১০৪	নিবন্ধন ফি	৬৭ টি	৬৭ টি	১৭.৫০	৬৭ টি	১৬.৭৬	৯৯%
৩২২১১০৬	পণ্যের ভাড়া ও পরিবহন ব্যয়	থোক	থোক	৬.৫১	থোক	৬.৫১	১০০%
৩২২১১০৭	অনুলিপি ব্যয়	থোক	থোক	১১.০০	থোক	৮.১৬	৭৫%
৩২২১১০৮	ব্যাংক চার্জ	থোক	থোক	১৬.০০	থোক	৯.৪৩	৫৮.৯৩%
	উপমোট- ফি, চার্জ ও কমিশন:			৫১.০১		৪০.৮৬	
৩২৩১১০১	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	১১ জন	১১ জন	৩০.০০	১১ জন	২৯.৯৬	৯৯.৮০%
৩২৩১২০১	বেনিফিশারিজ প্রশিক্ষণ	৪৬৭৫ জন	৪৬৭৫ জন	৫৬.১০	৪৬৭৫ জন	৫৬.১০	১০০%
	ষ্টার্ফ প্রশিক্ষণ	৩২৫ জন	৩২৫ জন	১৯.৬৩	৩২৫ জন	১৭.০৩	৮৬.৭৫%
	আইসিটি প্রশিক্ষণ	৪০ জন	৪০ জন	৬.০০	৪০ জন	৬.০০	১০০%

নং	বিবরণ	পরিমান	ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা		ডিপিপি অনুসারে সর্বশেষ অগ্রগতি		মন্তব্য
	এমআইএস এবং এআইএস প্রশিক্ষণ	১০০ জন	১০০ জন	৬.১৬	১০০ জন	৬.১৬	১০০%
	উপমোট- অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ:			৮৭.৮৯		৮৫.২৯	
	উপমোট:প্রশিক্ষণ -			১১৭.৮৯		১১৫.২৫	
৩২৪৩১০১	পেট্রোল, ওয়েল এন্ড লুব্রিকেন্ট	৬৬ টি	৬৬ টি	২৮.৫৬	৬৬ টি	২৪.৯৬	৮৭.৩৯%
৩২৪৩১০২	গ্যাস ও জ্বালানী	১টি	১টি	৬.৫০	১টি	৪.৩০	৬৬.১৫%
	উপমোটপেট্রোল -, ওয়েল এন্ড লুব্রিকেন্ট:			৩৫.০৬		২৯.২৬	
৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী (এক্সেসরিজ)	থোক	থোক	৮.০০	থোক	৮.০০	১০০%
৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই	থোক	থোক	১৮.০০	থোক	১৮.০০	১০০%
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি (স্টেশনারী)	থোক	থোক	১৫.২৫	থোক	১৫.২৫	১৫.২৫%
	উপমোট- মুদ্রণ মনোহারী:			৪১.২৫		৪১.২৫	
৩২৫৭১০৪	জরিপ	থোক	থোক	৭.০০	থোক	৭.০০	১০০%
	উপমোট- পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যয়:			৭.০০		৭.০০	১০০%
৩২৫৮১০১	মোটরযান	৬৭টি	৬৭টি	৩.০০	৬৭টি	৩.০০	১০০%
	কম্পিউটার	৭১টি	৭১টি	৩.০০	৭১টি	৩.০০	১০০%
	উপমোট- মেরামত ও সংরক্ষণ:			৬.০০		৬.০০	১০০%
	উপমোট- পণ্য ও সেবার ব্যবহার:			৪৬১.৬১		৪৩৬.২৩	
৩৬৩১১০৬	ঘূর্ণায়মান তহবিল অনুদান(ক্ষুদ্র ঋণ)	৫৮৫০০ জন	৫৮৫০০ জন	৫২১০.০০	৫৮৫০০ জন	৫২১০.০০	১০০%
	ঘূর্ণায়মান তহবিল অনুদান(ক্ষুদ্র ঋণ উদ্দ্যোক্তা)			১০৪০.০০		১০৪০.০০	১০০%
	উপমোট- আবর্তক অনুদান:			৬২৫০.০০		৬২৫০.০০	
	উপমোট- অনুদান:			৬২৫০.০০		৬২৫০.০০	
	উপমোট- আবর্তক ব্যয়:			৮৭৬৪.২২		৮৭১৩.২০	
৪১১২১০১	ডাবল কেবিনমাইক্রোবাস /পিকআপ /	১টি	১টি	৪৮.০০	১টি	৪৮.০০	১০০%
	মটর সাইকেল	৬৬টি	৬৬টি	৯১.০৮	৬৬টি	৯১.০৮	১০০%
	বাই সাইকেল	১৮০টি	১৮০টি	২২.৫০	১৮০টি	২২.৫০	১০০%

নং	বিবরণ	পরিমান	ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা		ডিপিপি অনুসারে সর্বশেষ অগ্রগতি		মন্তব্য
৪১১২২০২	কম্পিউটার এবং আনুষাঙ্গিক (প্রিন্টার ও ইউপিএস)	৭১টি	৭১টি	৪৯.৭০	৭১টি	৪৯.৭০	১০০%
	স্ক্যানার	১টি	১টি	০.০৮	১টি	০.০৮	১০০%
	বায়েমেট্রিক মেশিন	৬০টি	৬০টি	৯.০০	৬০টি	৯.০০	১০০%
৪১১২৩০২	ক্যামেরা এবং আনুষাঙ্গিক ডিজিটাল) (ক্যামেরা	১টি	১টি	০.৪০	১টি	০.৪০	১০০%
	ফটোকপিয়ার	১টি	১টি	১.৪৫	১টি	১.৪৫	১০০%
	মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর	১টি	১টি	০.৯৫	১টি	০.৯৫	১০০%
৪১১২৩০৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	২০০টি	২০০টি	৭.৯৩	২০০টি	৭.৯৩	১০০%
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	৯৫৯টি	৯৫৯টি	৬৩.৪০	৯৫৯টি	৬৩.৪০	১০০%
৪১১৩৩০১	কম্পিউটার সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, ইনষ্টলেশন ও মেইনটেন্স	থোক	থোক	১০৫.০০	থোক	৯৯.৯৩	১০০%
	উপমোট- যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি:			৩৯৯.৪৯		৩৯৪.৪২	
	উপমোট- অআর্থিক সম্পদ:			৩৯৯.৪৯		৩৯৪.৪২	
	উপমোট- মূলধন ব্যয়:			৩৯৯.৪৯		৩৯৪.৪২	
	মোট:			৯১৬৩.৭১		৯১০৭.৬২	৯৯.৩৮%

১৫। .মাঠ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা	শুরু হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির হার
			অগ্রগতি	অগ্রগিতর হার (%)	
০১	কেন্দ্র গঠন (সংখ্যা)	২৩৪০	২৪১৮	১০৩.৩৩	১০৩.৩৩
০২	সদস্যভূক্তি (জন)	৫৮৫০০	৫৮৬৩৪	১০০.২৩	১০০.২৩
০৩	সঞ্চয় আদায় (লক্ষ টাকায়)	৯৩৬.৩৩	১২২৩.২৩	১৩০.৬৪	১৩০.৬৪
০৪	ঋণ বিতরণ আসল (লক্ষ টাকায়)	১৫২৮১.০০	১৮৮৬৯.৪১	১২৩.৪৮	১২৩.৪৮
০৫	ঋণ আদায় আসল (লক্ষ টাকায়)	১০৩৭৭.৬৬	১২৫৪৩.৪০	১২০.৮৬	১২০.৮৬
০৬	সার্ভিস চার্জ আদায় (লক্ষ টাকায়)	১১৪১.৫৪	১৩৭৯.৭৭	১২০.৮৬	১২০.৮৬

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা	শুরু হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির হার
			অগ্রগতি	অগ্রগিতর হার (%)	
০৭	সুফলভোগী সদস্যদের প্রশিক্ষণ (জন)	৪৬৭৫	৪৬৭৫	১০০.০০	১০০.০০
০৮	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ (জন)	৩২৫	৩২৫	১০০.০০	১০০.০০
০৯	বিদেশ প্রশিক্ষণ (জন)	১১	১১	১০০.০০	১০০.০০
১০	আইসিটি প্রশিক্ষণ (জন)	৪০	৪০	১০০.০০	১০০.০০
১১	এমআইএস ও এআইএস প্রশিক্ষণ (জন)	১০০	১০০	১০০.০০	১০০.০০
১২	ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা সভা (সংখ্যা)	১৪	১৪	১০০.০০	১০০.০০
১৩	সেমিনার/ কনফারেন্স (সংখ্যা)	৩	৩	১০০.০০	১০০.০০
১৪	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন (সংখ্যা)	১	১	১০০.০০	১০০.০০
১৫	স্মানাসিক সভা (সংখ্যা)	১২	১১	৯১.৬৬	৯১.৬৬

১৬। ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা: অনুমোদিত ডিপিপি'র কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ১১টি পণ্য ও ১টি সেবা প্যাকেজের মধ্যমে ক্রয় সম্পন্ন করার পরিকল্পনার আলোকে বিস্তারিত নিম্ন ছকে:

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক ও পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি / ধরণ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় সম্পাদনের অবস্থা	প্রকৃত ব্যয়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
জিডি-০১	আসবাবপত্র	৯৭০	ওটিএম	জিওবি	৬৩.৪০	ক্রয় সম্পাদন হয়েছে	৬৩.৪০
জিডি-০২	ডাবল কেবিন পিকআপ/মাইক্রোবাস	১	ডিটিএম	জিওবি	৪৮.০০	ক্রয় সম্পাদন হয়েছে	৪৮.০০
জিডি-০৩	মটর সাইকেল	৬৬	ডিটিএম	জিওবি	৯১.০৮	ক্রয় সম্পাদন হয়েছে	৯১.০৮
জিডি-০৪	সিলিং ফ্যান	২০০	আরএফকিউ	জিওবি	৭.৯৩	ক্রয় সম্পাদন হয়েছে	৭.৯৩
জিডি-০৫	বায়োমেট্রিক্স মেশিন	৬০	ওটিএম	জিওবি	৯.০০	ক্রয় সম্পাদন	৯.০০

						হয়েছে	
জিডি-০১	বাই-সাইকেল	১৮০	আরএফকিউ	জিওবি	২২.৫০	ক্রয় সম্পাদন হয়েছে	২২.৫০
জিডি-০২	স্ক্যানার	১	আরএফকিউ	জিওবি	০.০৮	ক্রয় সম্পাদন হয়েছে	০.০৮
জিডি-০৩	কম্পিউটার (প্রিন্টার ও ইউপিএসসহ)	৭১	ওটিএম	জিওবি	৪৯.৭০	ক্রয় সম্পাদন হয়েছে	৪৯.৭০
জিডি-০৪	ডিজিটাল ক্যামেরা	১	আরএফকিউ	জিওবি	০.৪০	ক্রয় সম্পাদন হয়েছে	০.৪০
জিডি-০৫	ফটোকপিয়ার মেশিন	১	আরএফকিউ	জিওবি	১.৪৫	ক্রয় সম্পাদন হয়েছে	১.৪৫
জিডি-০৬	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	১	আরএফকিউ	জিওবি	০.৯৫	ক্রয় সম্পাদন হয়েছে	০.৯৫
এসডি-০১	সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, ইনষ্টলেশন ও মেইনটেনেন্স	৬৭	ওটিএম	জিওবি	১০৫.০০	ক্রয় সম্পাদন হয়েছে	৯৯.৯৩
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য					৩৯৯.৪৯		৩৯৪.৪২

১৭। প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গের (কার্যক্রম) বাস্তবায়ন অগ্রগতি: প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলি গ্রহণের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা হয়েছিল:

নং	প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়িত কাজ/অর্জন	মন্তব্য
০১	জনবল নিয়োগ;	ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের জনবল মোট ২৫৫ জন। প্রকল্প পরিচালক-০১ জন (প্রেষণে), হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা-০১ জন (অ:দা:), আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক-০৬ জন (অ:দা:), উপ-আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক-৬০ জন, হিসাব রক্ষক-০১ জন, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর-০৪ জন, মাঠ কর্মকর্তা-১৮০ জন, অফিস সহায়ক-০১ জন, গাড়ী চালক-০১ জন।	--
০২	২৩৪০টি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠি উন্নয়ন কেন্দ্র গঠন;	প্রকল্প মেয়াদে ২৩৪০টি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠি উন্নয়ন কেন্দ্র গঠন বিপরীতে ২৪১৮টি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠি উন্নয়ন কেন্দ্র গঠন করা হয়েছে।	পরিদর্শন কালে কেন্দ্রের সদস্যদের মধ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠি ছাড়াও স্বচ্ছল পরিবারদের সদস্য লক্ষ্য করা যায়।
০৩	৫৮৫০০ জন পুরুষ ও নারীর মধ্যে ১৫,২৮১.০০ লক্ষ টাকা	প্রকল্প মেয়াদে ৫৮৫০০ জন পুরুষ ও নারীর মধ্যে ১৫,২৮১.০০ লক্ষ টাকা জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ও উদ্যোক্তা	--

	জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ও উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান করা;	ঋণ প্রদান করার বিপরীতে ৫৮৬৩৪ জন পুরুষ ও নারীর মধ্যে জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ও উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান করা হয়।	
০৪	সদস্যদের সঞ্চয়ের মাধ্যমে ৯৩৬.০০ লক্ষ টাকা পুঁজি গঠণ;	প্রকল্প মেয়াদে সদস্যদের সঞ্চয়ের মাধ্যমে ৯৩৬.০০ লক্ষ টাকা পুজি গঠণের বিপরীতে ১২২৩.২৩ লক্ষ টাকা পুজি গঠন করা হয়।	--
০৫	৪৬৭৫ জন সুবিধাভোগী সদস্যকে প্রশিক্ষণ;	১। গবাদিপশু ও হাঁস মুরগী প্রতিপালন প্রশিক্ষণ: ৫৯টি ২। বসতভিটায় শাক-সবজি ও ফল-ফলাদি চাষ: ৮৯টি ৩। মৎস চাষ প্রশিক্ষণ: ৩১টি ৪। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা: ০৮টি মোট: (১৮৭ টি প্রশিক্ষণ ব্যচে (১৮৭×২৫)=৪৬৭৫ জন সদস্যকে উপরোক্ত ৪টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।	প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি টেকসই হয়নি। প্রায় ৫০% এরও বেশি সুবিধাভোগীর পেশা ও প্রশিক্ষণের বিষয়ে পার্থক্য লক্ষ্যমাত্রা গেছে। তাছাড়া প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন সঠিক হয়নি।
০৬	১৪০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে আইসিটি MIS & AIS প্রশিক্ষণ;	প্রকল্পের মাধ্যমে ১৪০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সফটওয়্যার, আইসিটি ও MIS & AIS ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	প্রকল্পের মাধ্যমে সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। সফটওয়্যারের ব্যবহারের প্রশিক্ষণ পেয়ে তার সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারছে।
০৭	PIC ও PAC সহ অন্যান্য সভা আহবান	পিআইসি সভা ০৬টি, পিএসি-০২টি, ডিপিইসি সভা-০১টি, পিইসি সভা ০১টি ও প্রজেক্ট এপ্রেইজাল সভা ০১টি সহ মোট ১১টি সভা কার্যসম্পূর্ণ করা হয়েছে।	পরিকল্পনা শৃঙ্খলা অনুযায়ী সভা হয়নি।

১৮। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন (পিসিআর-এ প্রাপ্ত তথ্য ও আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ): পিসিআর এর প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন সংক্রান্ত ছকে এ বিষয়ে কোন তথ্য নেই। প্রকল্প দপ্তর (এসএফডিএফ) হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে পর্যবেক্ষণ হলো নিম্নরুপ-

ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	গ্রকল্পে গৃহীত কার্যক্রম (পিসিআর এর তথ্য অনুসারে)	আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ
মূল উদ্দেশ্য।		
দেশের ২২টি জেলার ৬০টি উপজেলার পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক (০.০৫-২.৪৯ একর চাষযোগ্য জমির মালিক) পরিবারের পুরুষ/মহিলাদেরকে গ্রাম পর্যায়ে সংগঠিত করে তাঁদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে 'জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ'সহ বিভিন্ন সেবা-সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য হ্রাসকরণই এ	দেশের ২২টি জেলার ৬০টি উপজেলায় পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক (০.০৫-২.৪৯ একর চাষযোগ্য জমির মালিক) পরিবারের পুরুষ/মহিলাদেরকে গ্রাম পর্যায়ে ২৪১৮ কেন্দ্র গঠন করা হয়েছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম 'জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ'সহ বিভিন্ন সেবা-সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন	দেশের ২২টি জেলার ৬০টি উপজেলায় ২৪১৮টি কেন্দ্র মহিলাদের মাধ্যমে গঠন করা হয়েছে। সদস্যদের জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করা হয়েছে। পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত প্রকৃত ক্ষুদ্র কৃষক সদস্যদের হার কম। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জামানতবিহীন ঋন তাদের আয়বর্ধক কাজে সহায়তা করেছে। আত্ম-কর্মসংস্থানে অর্থ ব্যয় হয়েছে। কৃষি উৎপাদন আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়নি। আর্থ-সামাজিক অবস্থার

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।	তথা দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কার্যকর ভূমিকা রাখছে।	উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ভূমিকা রাখছে। তাছাড়া, প্রকল্প এলাকায় সমজাতীয় অন্য কার্যক্রম রয়েছে, যার এখানে পরেছে।
সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্মরূপ- ক। ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের পুরুষ/মহিলাদেরকে নিয়ে গ্রাম পর্যায়ে গঠিত কেন্দ্রের আওতায় সদস্যভুক্তকরণ।	ক। ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের পুরুষ/মহিলাদেরকে নিয়ে গ্রাম পর্যায়ে ২৪১৮টি কেন্দ্র গঠন করা হয়েছে।	ক। ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের মহিলাদেরকে নিয়ে গ্রাম পর্যায়ে ২৪১৮টি কেন্দ্র গঠন করা হয়েছে।
খ। সদস্য/সদস্যাগণকে তাঁদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে'জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ' প্রদান।	খ। সদস্য/সদস্যাগণকে তাঁদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে'জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ' প্রদান।	খ। মহিলাদেরকে আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে'জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ' প্রদান।
গ। সদস্য/সদস্যাগণকে ঋণ বিনিয়োগের আয় থেকে সাপ্তাহিক 'সঞ্চয়' আমানত জমা'এর মাধ্যমে 'নিজস্ব পুঁজি' গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ।	**গ।** সদস্য/সদস্যাগণকে ঋণ বিনিয়োগের আয় থেকে সাপ্তাহিক 'সঞ্চয়' আমানত জমা'এর মাধ্যমে 'নিজস্ব পুঁজি' গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম করা হয়েছে।	**গ।** মহিলাদেরকে সাপ্তাহিক 'সঞ্চয়' জমার মাধ্যমে 'নিজস্ব পুঁজি' গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম করা হয়েছে।
ঘ। আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে উপকারভোগীকে 'দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক' প্রশিক্ষণ প্রদান।	**ঘ।** আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে ৪৬৭৫ জন উপকারভোগীকে 'দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক' প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	**ঘ।** আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে ৪৬৭৫ জন উপকারভোগীকে 'দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক' প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলেও প্রশিক্ষণটি কার্যকর হয়নি।
ঙ। উপকারভোগীদেরকে আর্থিক কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন 'সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম' যেমন-ছেলে মেয়েদের স্কুলে প্রেরণ, স্বাস্থ্য-পুষ্টি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহযোগিতা প্রদান।	ঙ। উপকারভোগীদেরকে আর্থিক কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন 'সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম' যেমন-ছেলে মেয়েদের স্কুলে প্রেরণ, স্বাস্থ্য-পুষ্টি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহযোগিতা প্রদান।	ঙ। 'সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম' হিসেবে ভিন্ন কোন কার্যক্রম নেই। সদস্যগণ জানান, প্রশিক্ষণ সময়ে এ বিষয়ে তাদেরকে অবহিত করা হয়। যেমন-ছেলে মেয়েদের স্কুলে প্রেরণ, স্বাস্থ্য-পুষ্টি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পর্কে। কিন্তু সদস্যদের বেশ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

১৯.০ সার্বিক পর্যবেক্ষণ:

১৯.১। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনা:

প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত ব্যয় ৬৪০৯.৫৪ (জিওবি) লক্ষ টাকা থাকলেও পরবর্তীতে সংশোধনপূর্বক ৯১৬৩.৭১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০১ জানুয়ারি, ২০১৬ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী প্রকল্পটি ৯১০৭.৬২ লক্ষ টাকা প্রকৃত ব্যয়ে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৩৮% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

প্রকল্পটি রাজস্ব খাতে বেতন-ভাতা ও অনুষঙ্গিক বাবদ সংস্থান ২০৫২.৬১ লক্ষ টাকা, ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল ও অন্যান্য বাবদ সংস্থান ৬৭১১.৬১ লক্ষ টাকাসহ মোট ৮৭৬৪.২২ (৯৫.৬৫%) লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৮৭১৩.২০ (৯১.৪১%) লক্ষ টাকা। মূলধন খাতে সংস্থান ৩৯৯.৪৯(৪.৩৫%) লক্ষ টাকার বিপবীতে ব্যয় হয়েছে ৩৯৪.৪২(৯৮.৭৩%)লক্ষ টাকা।

১৯.২। অঙ্গভিত্তিক পর্যালোচনা: অনুচ্ছেদ নং ১৪ এ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা (আর্থিক ও বাস্তব) এবং প্রকৃত ব্যয় উল্লিখিত রয়েছে।

১৯.৩। যানবাহন ক্রয় সংক্রান্ত পর্যালোচনা: প্রকল্প দলিল অনুযায়ী ১টি পিক-আপ ভ্যান, ১৮০টি বাইসাইকেল ও ৬৬টি মটোর সাইকেল ক্রয় করার কথা। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায যে, ১টি পিক-আপ ভ্যান ও ৬৬টি মটোর সাইকেল ডিপিএম পদ্ধতিতে প্রগতী ও এটলাস বাংলাদেশ লি: হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু ১৮০টি বাইসাইকেল আরএফকিউ করা উল্লেক থাকলেও তা করা হয়নি। উপজেলা পর্যায়ে মাঠ কর্মকর্তাদের জন্য সংস্থানকৃত বাইসাইকেল তাদেরকে সাইকেল ক্রয় ঋণ হিসেবে দেয়া হয়েছে এবং উক্ত টাকা কিস্তি হিসেবে তাদের নিকট হতে সংগ্রহ করাহ হয়। প্রকল্প দলিলে ঋণ হিসেবে বাইসাইকেল বাবদ অর্থ দেয়ার বিষয় উল্লেখ ছিল না। মাঠ কর্মকর্তাগণকে প্রকল্পের কাজে ব্যবহারের জন্য ৬০টি উপজেলায় ১৮০টি বাবদ ২২.৫০ লক্ষ টাকায় বাইসাইকেল সংগ্রহের সংস্থান রাখা হয়। প্রতিটি বাইসাইকেল বাবদ প্রায় ১২ হাজার টাকা দলিলে উল্লেখ রয়েছে কিন্তু ঋণ বাবদ সংগ্রহ করা হয়েছে ১৫ হাজার টাকা করে সর্বমোট ২৭ লক্ষ টাকা যা অতিরিক্ত ৪.৫০ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। অনুরূপ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাজে ব্যবহারে জন্য ৬০টি উপজেলায় কর্মকর্তাদের জন্য মটরসাইকেল বাবদ ৯১.৮০ লক্ষ টাকা সংস্থান ছিল। গড়ে প্রতি গাড়ির জন্য ১.৩৯ লক্ষ টাকার সংস্থানের বিপরিতে সুবিধাভোগী কর্মকর্তাদের নিকট হতে মটরসাইকেল ঋণ প্রদান ও সুদসহ প্রায় ১.৫০ লক্ষ টাকা করে সর্বমোট ৯৯.০০ লক্ষ টাকা যা অতিরিক্ত ৭ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। উন্নয়ন প্রকল্পের ক্রয়কৃত যানবাহন বিধি অনুযায়ী ফেরত দেয়ার বিধান থাকলেও এ ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। এ বিষয়ে পিআইসি ও পিএসসি সভার সুপারিশ বা সিদ্ধান্ত ব্যতিত ডিপিপি'র ব্যত্যয় ঘটিয়ে কার্যক্রমটি করা হয়। প্রকল্পটি ১ম ও ২য় সংশোধনের সময়ও এ বিষয়টি সংশোধন করা হয়নি।

১৯.৪। **সদস্য নির্বাচন:** প্রকল্পে মাঠ পর্যায়ে সরেজমি পরিদর্শনে দেখা যায় শুধু মাত্র মহিলা সদস্যদের মাধ্যমে কেন্দ্র গঠন করা হয়েছে। কোন পুরুষকে প্রকল্পের সুফলভোগী হিসাবে নির্বাচন করা হয়নি। অথচ প্রকল্পের উদ্দেশ্য সু-স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ রয়েছে ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারে নারী/পুরুষকে গ্রাম পার্যায়ে সংগঠিত করে কেন্দ্র গঠন করা। ঋন বিতরণ ও টার্গেট গ্রুপকে না দিয়ে শুধু মাত্র যারা ঋণ পরিশোধ করতে পারবে তাদের দেওয়া হয়েছে। সদস্যদের সাথে আলোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, ২০% সদস্য যারা ঋণ গ্রহণ করে নিজেরা সংশ্লিষ্ট কাজে ব্যবহার করেছেন। বাকী ৮০% সদস্য ঋণ এর অর্থ স্বামী বা অন্য কারো হাতে ন্যাস্ত করেছেন। এমনকি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যে বিষয় প্রশিক্ষণ পেয়েছেন সে বিষয় তার কোন কার্যক্রম দেখা যায়নি। ফলে পরিবারের পুরুষ/মহিলাদেরকে গ্রাম পর্যায়ে সংগঠিত করে তাঁদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি তথা প্রকল্পরে প্রথম দুটি উদ্দেশ্য অর্জন ব্যাহত হয়েছে।

১৯.৫। **ঋণ বিতরণ ও সার্ভিস চার্জ সংক্রান্ত:** সুফলভোগীদের বর্তমানে ১১% সার্ভিস চার্জে ২০,০০০ হতে ৩০,০০০ হাজার টাকার ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। শর্ত ও পর্যায়ে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। সাপ্তাহিক কিস্তিতে বাৎসরিক মোট ৪৮টি কিস্তির মাধ্যমে ঋণ আদায় করা হচ্ছে এবং ঋণ বিতরণের শুরুতেই ঝুঁকি হিসাবে ১% কর্তন করা হচ্ছে। তবে, সদস্যদের সঞ্চয়ের বিপরীতে প্রদত্ত লভ্যাংশ ৫%। তাছাড়াও, প্রতি কিস্তিতে মূল টাকার উপর ১১% সার্ভিসসহ আসল আদায় করা হয়। ফলে একজন সুফলভোগী প্রাপ্ত ঋণের অর্থ পূর্ণ সময় ব্যবহার না করেই ঐ টাকার সার্ভিস চার্জ প্রদান করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ ১১% হলেও প্রকৃত

পক্ষে এর পরিবর্তে প্রায় ২২% পরিশোধ করতে হয়। পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারকে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য হ্রাসকরণে ঋণ ব্যবস্থাটি কার্যকর প্রভাব ফেলতে পারেনি। দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকৃত সুফলভোগীদের চিহ্নিত করে পরিকল্পিত ভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের সিঙ্গেল ডিজিটের নিম্নে সার্ভিস চার্জে ঋণ প্রদান ও ঋণ গ্রহণের পর কমপক্ষে ৩/৪ মাস পরে মাসিক/সাপ্তাহিক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

১৯.৬। অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য: প্রকল্পটি ০১ জানুয়ারি, ২০১৬ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ বাস্তবায়িত হয়। বাস্তবায়নকালীন দীর্ঘ ৪ বছর সময়সহ প্রতিবেদন প্রণয়ন সময় পর্যন্ত প্রকল্পের কার্যক্রম আর্থিক নিরীক্ষ (অডিট) সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়নি। অথচ পিপিআর ২০০৮ এর ধারা ৪৬ (১) অনুযায়ী প্রত্যেক অর্থ বছর সমাপ্তির ৯ (নয়) মাসের মধ্যে অডিট সম্পাদন করার বিধান রয়েছে। এ বিষয়ে প্রকল্প অফিস দপ্তর জানান, অডিট সম্পন্নের জন্য সংস্থাকে অবহিত করা হয়েছে, সংস্থা কর্তৃক অডিট অফিসের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে।

১৯.৭। **পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা:** প্রকল্প বাস্তবায়ন মনিটরিং এর অন্যতম টুল হচ্ছে- নিয়মিত ভাবে পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন করা এবং এর মাধ্যমে অগ্রগতি পর্যালোচনা করা। প্রকল্পটি ৪ বছর সময়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্প দলিল অনুযায়ী পিআইসি কমিটির সভা বছরে কমপক্ষে ৪ বার ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা বছরে কমপক্ষে ২ করে সর্বমোট ২৪টি সভার উল্লেখ রয়েছে। প্রকৃত পিআইসি সভা হয় ৬টি এবং স্টিয়ারিং সভা ২টি। ডিপিপি অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নে সভার সুপারিশ/সিদ্ধান্ত থাকলেও প্রকৃত তার ব্যত্যয় ঘটেছে।

১৯.৮। পূর্ববর্তী পরিদর্শনকারীর নাম ও তারিখ: প্রকল্পটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টক ৮ কর্তৃক মোহাম্মদ হামিদুর রহমান, মূল্যায়ন কর্মকর্তা,

২১ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখ মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং পর্যবেক্ষণসহ সুপারিশ প্রদান করে সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে এ বিভাগকে অবহিত করা কথা। নিম্ন ছকে সুপারিশ বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

ইতোপূর্বে প্রকল্প পরিবীক্ষণের আলোক সুপারিশ	সুপারিশ বাস্তবায়ন অগ্রগতি
প্রকল্পটির সফটওয়্যার ভিত্তিকি ডাটাবেজ তৈরী করতে হবে যাতে সকল সদস্যদের হালনাগাদ যাবতীয় তথ্য অনলাইনে মনিটরিং করা সম্ভব হয়;	সফটওয়্যার ভিত্তিক ডাটাবেজ তৈরী করে ঋণ কার্যক্রম করা হচ্ছে কিন্তু আর্থ-সামাজিক সংক্রান্ত তথ্য নেই।
মাঠপর্যায়ে সুবিধাভোগী নির্বাচনের গাইডলাইন যথাযথভাবে অনুসরণ করার নির্দেশনা প্রদান করতে হবে;	করা হচ্ছে।
বেনিফিসিয়ারিদের প্রশিক্ষণের সুনির্দিষ্ট মডিউল প্রণয়নপূর্বক তা মাঠ পর্যায়ে যথাযথ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। একইসাথে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে নতুন নতুন ট্রেডে প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানের উদ্যোগ নিতে হবে, যাতে ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়ন টেকসইকরণ সম্ভব হয়;	বাস্তবায়ন করা হয়নি।
সার্ভিস চার্জ হ্রাস করে single Digit এ আনতে হবে এবং সদস্যদের সঞ্চয়ের বিপরীতে প্রদত্ত লভ্যাংশ (৫%) এর সাথে সমন্বয় করতে হবে;	কার্যক্রম চলমান।
প্রকল্পের আওতায় ঋণ প্রদান ও আদায় কার্যক্রমে অভ্যন্তরীণ তদারকি এবং সদস্যদের উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম আরও নিবিড় ও শক্তিশালী করতে হবে।	করা হচ্ছে।
নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের সমুদয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা ও প্রকল্পের অর্জনসমূহ টেকসইকরণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;	প্রকল্পের কার্যক্রম এসএফডিএফ এর নিয়মিত কাজের সাথে একত্র করে চলমান আছে।
প্রকল্পশেষে রিভলভিং ফান্ডের টাকা থেকে পুনরায় ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে প্রকৃত	ঋণ বিতরণ কার্যক্রম চলমান কিন্তু প্রকৃত কৃষক এর

ইতোপূর্বে প্রকল্প পরিবীক্ষণের আলোক সুপারিশ	সুপারিশ বাস্তবায়ন অগ্রগতি
ক্ষুদ্র কৃষকদের নির্বাচন করতে হবে ও ঋণের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য পর্যাপ্ত মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে;	হার সন্তোষজনক নয়।
প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত গাড়ী ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি প্রকল্প শেষে সরকারি বিধি মোতাবেক সংশ্লিষ্ট এজেন্সীতে হস্তান্তর করতে হবে;	বাস্তবায়ন করা হয়নি।

১৯.৯। ১ম পর্যায়ের পিসিআর মূল্যায়নের সুপারিশ বাস্তবায়ন না করা: প্রকল্পটি ১ম পর্যায়ে ২৯৩৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬০টি উপজেলায় জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। ১ম পর্যায়ের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনে আইএমই বিভাগ হতে সুবিধাভোগীদের দারিদ্র বিমোচন/উন্নয়ন চিত্র ডাটা বেইজ করার সুপারিশ করা হয়। কিন্তু ২য় পর্যায়ে অটোমেশন/ডাটা বেইজ সফটওয়্যার তৈরি করা হলেও সুবিধাভোগীদের দারিদ্র বিমোচন বা পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ ও মনিটরিং ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ফলে প্রকল্পের প্রভাব নির্ণয়/জানা সম্ভব হয়নি। সদস্যদের আর্থ-সামাজিক তথ্য না থাকায় প্রকল্প এলাকাতে সরকারের একই ধরণের আরও কার্যক্রম চলমান থাকায় এবং সুফলভোগীগণ অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত থাকায় এ প্রকল্পের প্রভাব নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয়নি।

২০। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার আলোকে প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন অবস্থা মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ:

সুবিধাভোগীদের সাথে আলোচনা
ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা প্রকল্পের নাগরপুর উপজেলার কার্যক্রম: ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা প্রকল্পের নগরপুর উপজেলার কার্যক্রম সম্পর্কে সুবিধাভোগীদের সাথে মাঠ পার্যায়ে উঠন বৈঠক করে তাদের অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়। যা নিম্ন বিস্তারিত বর্ণিত- **ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়িতা প্রকল্পের উপজেলা অফিসের কার্যক্রম:** কেন্দ্র সংখ্যা-৪৩টি সদস্য- ৮৫১ জন, (ঋণী সদস্য-৫৪৯ জন) তহবিল- ৭৯ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ-৭৭ লক্ষ টাকা। মটরসাইকেল-১টি, বাইসালকেল-৩টি, কম্পিউটার সেট ১টি, চেয়ার টেবিল- ৪ সেট, আলমারি ১টি ও ফাইল কেবিনেট-১টি। **(ক) ফলাফল:** মুরাদ নগর ইউনিয়নে চারাবাক মহিলা কেন্দ্র-২ ২০১৭ সালে প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সমন্বয় গঠিত হয়। এ কেন্দ্রের সদস্য সংখ্যা ২১জন। ইসমত আরা, স্বামী আবু তালেব, কেন্দ্র নেত্রী, চারাবাক মহিলা কেন্দ্র-২। তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন, ২ ছেলে ও ১ মেয়েসহ। তার নিজস্ব জমির পরিমান ০.৫১ একর এবং বন্দকী জমি ৩.২ একর। স্বামী আবু তালেব কৃষি কাজ করেন। ছেলে মেয়ে স্কুলে পড়া লেখা করে। তিনি প্রথমে ২০ হাজার টাকা জামানতবিহীন ঋণ গ্রহণ করেছেন এবং ঋণকৃত অর্থের সাথে নিজস্ব অর্থ মিলিয়ে ভ্যান গাড়ি ক্রয় করেন। পরর্বতীতে উক্ত টাকা পরিশোধ করে ৩৫,০০০ হাজার টাকা জামানতবিহীন ঋণ উত্তোলন করে গরু ক্রয় করেন। গরু বিক্রি করে ৩৫ হাজার টাকা লাভ করেন। বর্তমানে তার গরু সংখ্যা ১টি। প্রকল্প হতে তিনি ৩ বার গরু মোটাতাজাকরণ, বৃক্ষ রোপন, হাঁস-মুরগি পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ পান। ঋণের পরিমান বৃদ্ধি করা ও সার্ভিস চার্জ হ্রাস করা প্রয়োজন বলে জানান। ছেলে মেয়েদের পড়াশুনা ও চিকিৎসা সেবাসহ

বিভিন্ন বিষয়ে তিনি সচেতন বলে জানান।

(খ) ফলাফল:

আমেনা খাতুন, স্বামী- শুকুর আলী, কেন্দ্র সদস্য, চারাবাক মহিলা কেন্দ্র-৮, মুরাদনগর ইউনিয়ন নাগরপুর উপজেলার। তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন, ২ ছেলে ও ১ মেয়েসহ। তার নিজস্ব জমির পরিমান ০.৩০ একর এবং বন্দকী জমি ১.৪ একর। স্বামী কৃষি কাজ করেন। ছেলে (২৫) রাজমিস্ত্রী, মেয়ে (১৩) বিবাহিতা। তিনি প্রথমে ২০ হাজার টাকা জামানতবিহীন ঋণ গ্রহণ করে ঋণকৃত অর্থের সাথে নিজস্ব অর্থ মিলিয়ে নার্সারী করেন। পরর্বতীতে উক্ত টাকা পরিশোধ করে ৫০,০০০ হাজার টাকা জামানতবিহীন ঋণ উত্তোলন করেন। নার্সারী হতে তিনি বেশ লাভবান বলে জানান। মাসে প্রায় ২০/২৫ হাজার টাকা আয় করেন। বর্তমানে তার নার্সারীতে ২/৩ লক্ষ টাকার চারা রয়েছে। উক্ত নার্সারীটি সরেজমিনে পরির্শন করা হয়েছে। তিনি জানান যে, বিগত বন্যায় পানি ওঠায় তার নার্সারীর বেশ চারা নষ্ট হয়, যা ১ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হন। ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা ও সার্ভিস চার্জ হ্রাস করা প্রয়োজন। প্রকল্প হতে তিনি কোন প্রশিক্ষণ পাননি। উপজেলা কৃষি অফিস হতে নার্সারী বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন সহায়তা পেয়ে থাকেন। বর্তমানে তার ৭০০০ টাকা সঞ্চায় রয়েছে। নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করতে পারছেন। ছেলে মেয়েদের পড়াশুনা ও চিকিৎসা সেবাসহ বিভিন্ন বিষয়ে তিনি সচেতন বলে জানান।

(গ) ফলাফল:

আলেকা বেগম, স্বামী- আতিকুর রহমান, কেন্দ্র সদস্য, মহিলা কেন্দ্র-৮, নাগরপুর উপজেলার, নাগরপুর ইউনিয়ন। তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন, ১ ছেলে ও ২ মেয়েসহ। তার নিজস্ব জমির পরিমান ০.৫০ একর। স্বামী মুদি দোকান করেন। ছেলে বিদেশ থাকে, মেয়ে (১৪) বিবাহিতা। তিনি প্রথমে ২০ হাজার টাকা জামানতবিহীন ঋণ গ্রহণ করে ঋণকৃত অর্থের সাথে নিজস্ব অর্থ মিলিয়ে ব্যবসায় বিনিয়গ করেন। পরর্বতীতে উক্ত টাকা পরিশোধ করে ৩৫,০০০ হাজার টাকা জামানতবিহীন ঋণ উত্তোলন করেন। ব্যবসায় হতে তিনি বেশ লাভবান বলে জানান। ব্যবসায় মাসে প্রায় ১৫/২০ হাজার টাকা আয় করেন। বর্তমানে তার ব্যবসায় ১ লক্ষ টাকা মূলধন রয়েছে। প্রকল্প হতে তিনি কোন প্রশিক্ষণ পাননি। কোভিড-১৯ এর কারণে বেশি ক্ষতি হয়। ঋণ এর পরিমান বৃদ্ধি ও সুদ হ্রাস করা প্রয়োজন। তাছাড়া ছেলে মেয়েদের পড়াশুনা ও চিকিৎসা সেবাসহ বিভিন্ন বিষয়ে তিনি সচেতন বলে জানান।

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা প্রকল্পের কালিয়াকৈর উপজেলার কার্যক্রম সম্পর্কে সুবিধাভোগীদের সাথে মাঠ পার্যায়ে উঠন বৈঠক করে তাদের অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়। যা নিম্ন বিস্তারিত বর্ণিত-

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়িতা প্রকল্পের কালিয়াকৈর, সাভার উপজেলা অফিসের কার্যক্রম:

কেন্দ্র সংখ্যা-৩৯টি

সদস্য- ৭৯৩ জন, (ঋণী সদস্য-৫৪৩ জন)

তহবিল- ৯৮ লক্ষ টাকা

বিনিয়োগ-৯৭ লক্ষ টাকা।

ঋণ খেলাপী-১৫ লক্ষ টাকা।

মটরসাইকেল-১টি, বাইসালকেল-৩টি, কম্পিউটার সেট ১টি, চেয়ার টেবিল- ৪ সেট,

আলমারি ১টি ও ফাইল কেবিনেট-১টি।

(ঘ) ফলাফল:

রীতা আক্তার, স্বামী- দেলোয়ার হোসেন, কেন্দ্র সদস্য, পেশা- ব্যাংকার, নামপারা মহিলা কেন্দ্র-২, কালিয়াকৈর উপজেলার, নামপারা ইউনিয়ন। তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৪ জন, ১ ছেলে ও ১ মেয়েসহ। তার নিজস্ব জমির পরিমান ০.১৫ একর। তিনি প্রথমে ২০ হাজার টাকা জামানতবিহীন ঋণ গ্রহণ করে ঋণকৃত অর্থের সাথে নিজস্ব অর্থ মিলিয়ে জমি ক্রয় করেন। পরর্বতীতে উক্ত টাকা পরিশোধ করে ৩৫,০০০ হাজার টাকা জামানতবিহীন ঋণ উত্তোলন করেন। তার সঞ্চয় জমা ৫০০০ টাকা। তিনি অন্য সংস্থা হতেও ঋণ গ্রহণ করেন। প্রকল্প হতে তিনি গরু মোটাতাজাকরণ, বৃক্ষ রোপন, হাঁস-মুরগি পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছন। ঋণ এর পরিমান বৃদ্ধি ও সুদ হ্রাস করা প্রয়োজন।

তাছাড়া ছেলে মেয়েদের পড়াশুনা ও চিকিৎসা সেবাসহ বিভিন্ন বিষয়ে তিনি সচেতন বলে জানান।

(ঙ) ফলাফল:

খাদিজা বেগম, স্বামী- খালেক, কেন্দ্র সদস্য, পেশা- মাছ ব্যবসায়ি, নামপারা মহিলা কেন্দ্র-২, কালিয়াকৈর উপজেলার, নামপারা ইউনিয়ন। তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন, ২ ছেলে ও ১ মেয়েসহ। তার নিজস্ব জমির পরিমান ০.১৫ একর। তিনি প্রথমে ২০ হাজার টাকা জামানতবিহীন ঋণ গ্রহণ করে ঋণকৃত অর্থের সাথে নিজস্ব অর্থ মিলিয়ে অটো রিক্সা ক্রয় করেন। পরর্বতীতে উক্ত টাকা পরিশোধ করে ৩৫,০০০ হাজার টাকা জামানতবিহীন ঋণ উত্তোলন করেন এবং গরু ক্রয় করেন। তার সঞ্চয় জমা ১০,০০০ টাকা। বর্তমানে তার গোয়ালে ৪টি গরু দেখা যায়। তিনি অন্য সংস্থা হতেও ঋণ গ্রহণ করেন। ব্যবসায় মাসে প্রায় ১০/২০ হাজার টাকা আয় করেন। বর্তমানে তার ব্যবসায় ২ লক্ষ টাকা মূলধন রয়েছে। ঋণ এর পরিমান বৃদ্ধি ও সুদ হ্রাস করা প্রয়োজন। প্রকল্প হতে তিনি গরু মোটাতাজাকরণ, বৃক্ষ রোপন, হাঁস-মুরগি পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছন। তাছাড়া ছেলে মেয়েদের পড়াশুনা ও চিকিৎসা সেবাসহ বিভিন্ন বিষয়ে তিনি সচেতন বলে জানান।

(চ) ফলাফল:

সুমী বেগম, স্বামী- শাহজাহান, কেন্দ্র সদস্য, পেশা- মাছ ব্যবসায়ি, নামপারা মহিলা কেন্দ্র-২, কালিয়াকৈর উপজেলার, নামপারা ইউনিয়ন। তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন, ২ ছেলে ও ১ মেয়েসহ। তার মেয়েটি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন। তার নিজস্ব জমির পরিমান ০.১০ একর। তিনি প্রথমে ২০ হাজার টাকা জামানতবিহীন ঋণ গ্রহণ করে ঋণকৃত অর্থের সাথে নিজস্ব অর্থ মিলিয়ে মাছের ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন। পরর্বতীতে উক্ত টাকা পরিশোধ করে ৬০,০০০ হাজার টাকা জামানতবিহীন ঋণ উত্তোলন করে ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন। তার সঞ্চয় জমা ১০,০০০ টাকা। কিছু দিনপূর্বে তার স্বামী মারা যাওয়াতে ঋণ পরিশোধ করতে সমস্যা হচ্ছে। ঋণ মৌকূফ করার জন্য অনুরোধ জানান। করোনাকালীন ব্যবসা বন্ধ থাকায় আর্থিক ক্ষতি হয়। ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা ও সার্ভিস চার্জ হ্রাস করা প্রয়োজন। প্রকল্প হতে কোন প্রশিক্ষণ পাননি। তাছাড়া ছেলে মেয়েদের পড়াশুনা ও চিকিৎসা সেবাসহ বিভিন্ন বিষয়ে তিনি সচেতন বলে জানান।

২১। প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন অবস্থা পর্যালোচনা: ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের পুরুষ/মহিলাদেরকে সংগঠিত করে তাঁদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে 'জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ'সহ বিভিন্ন সেবা-সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণই এ প্রকল্পের মূল ফলাফল।

প্রকল্পটি'র মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিবীক্ষণে লক্ষ্য করা যায় যে, নির্বাচিত সুবিধাভোগী মূল উদ্দেশ্য বিবেচনায় করা হয়নি। বিভিন্ন ব্যবসায়ি, চাকুরিজীবী পরিবারকে সদস্য করা হয়েছে। সুবিধাভোগীদের মধ্যে ক্ষুদ্র কৃষক এর হার কম লক্ষ্য করা যায়। প্রশিক্ষণটি কার্যকর/টেকসই হয়নি। প্রকল্পটির কার্যক্রম কেবল ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ ও আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা। আয় বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান না করা, ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণের পরিমাণ কত থাকা, ঋণের অদক্ষ ব্যবহার, ক্ষেত্রবিশেষে সদস্য নির্বাচনে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

তবে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সমবায় ভিত্তিক কর্মকান্ডে আগ্রহ ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, আর্থ-সামাজিক উন্নযন ও জীনযাত্রার মানোন্নয়নে সচেতনতা বৃদ্ধি, আয়বর্ধণমূলক কর্মকান্ডের সুযোগ বৃদ্ধি, সঞ্চয়ে আগ্রহ বৃদ্ধি, একতা প্রতিষ্ঠা, স্বাবলম্বিতা অর্জন, সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কারিগরি দক্ষতা অর্জনে আগ্রহ বৃদ্ধি, বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং নারীর ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি লক্ষ্য করা যায়।

২২। পর্যবেক্ষণের আলোকে মতামত/সুপারিশ: সার্বিক পর্যালোচনার আলোকে সমাপ্ত প্রকল্পের কার্যক্রম টেকসইের জন্য নিম্ন মতামত/সুপারিম করা যায়:

২২.১ প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্ত অনুদান তহবিল জামানতবিহীন ঋণ হিসেবে ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের (নারী/পুরুষ) এর মাঝে বিতরণ এসএফডিএফ এর নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অব্যাহত রাখতে হবে এবং ঋণের সুদ/সার্ভিস চার্জ সিঙ্গেল ডিজিটের মধ্যে রাখার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

২২.২ এসএফডিএফ কর্তৃক এ ধরণের কার্যক্রম বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। যা ক্ষুদ্র কৃষক/প্রান্তীক জনগোষ্ঠী জীবনমান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সহায়ক হবে;

২২.৩ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত সম্পদসমূহ এসএফডিএফ এর পরিচালন ব্যয়ের আওতায় রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে;

২২.৪ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত গাড়ী ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি প্রকল্প শেষে সরকারি বিধি মোতাবেক সংশ্লিষ্ট এজেন্সীতে হস্তান্তর করতে হবে;

২২.৫ অডিট বিষয়ে কোন তথ্য না থাকায় পিসিআরটি অসম্পূর্ন রয়েছে। অডিট কার্যক্রমটি দ্রুত সমাপ্ত করতে হবে;

২২.৬ উপর্যুক্ত সুপারিশ/মতামত অনুযয়ী প্রশাসনিক মন্ত্রাণালয়/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-কে অবহিত করতে হবে।